CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 24 November, 2020 ■ আগরতলা, ২৪ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৮ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোমবার আগরতলায় জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

রাজ্যের পৃথক স্থানে দু'জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বড়কুমারী মালাকার পাড়া থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে খবর পেয়ে কলেজটিলা আউট পোস্টের পুলিশ গিয়ে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

এদিকে কল্যাণপুর থানা এলাকায় খাস কল্যাণপুরে সোমবার সকালে এক দিনমজুর নিজ বাড়িতেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তার নাম সুবোধ শীল। ফাঁসিতে শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, অভাব অনটনের কারণেই ঐ শ্রমিক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণপুর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে তথ্যাভিজ্ঞ মহলে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত প্রয়োজন বলে দাবী উঠেছে।

ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে আপত্তি, বিধায়কের মধ্যস্থতায় বৈঠক নিস্ফলা

সোমবার পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক ভগবান দাস জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

আগরতলা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.)।। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে আপত্তি-র জেরে কাঞ্চনপুরে অনির্দিষ্টকালের বনধ-কে ঘিরে আলোচনা ইতিবাচক হলেও কোন সমাধান সূত্র বের হয়নি। আজ পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক ভগবান দাস জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কিন্তু, দাবি পূরণে লিখিত প্রতিশ্রুতি না দেওয়া হলে অনির্দিষ্টকালের বনধ জারি রাখার সিদ্ধান্তে অনড় জেএমসি।

এদিনের বৈঠক সম্পর্কে বিধায়ক ভগবান দাস দাবি করেন, জেএমসি-র সাথে বনধ নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। তাই, বনধ প্রত্যাহৃত হবে বলে আমি আশাবাদী। তাঁর কথায়, দুই পক্ষের ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে। তিনি বলেন, কারোর কোন অসুবিধা না হয় সে-বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

তবে, এদিনের বৈঠক নিস্ফলা ছিল বলে দাবি করেছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। কমিটি-র সদস্য তথা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের সভাপতি রঞ্জিত কুমার নাথ বলেন, দাবি পূরণে লিখিত প্রতিশ্রুতি না দেওয়া হলে বনধ প্রত্যাহার করা হবে না। এদিনের বৈঠকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। তাই, এখনই বনধ প্রত্যাহার করা হচ্ছে না।

এদিকে, ত্রিপুরায় ছয়টি জেলায় বাস্তুচ্যুত ব্রু অভিবাসী-দের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তাঁদের পুনর্বাসন নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে দাবি করে রাজস্ব দফতরের সচিব এই স্পষ্টীকরন দিয়েছেন। তাতে তিনি গুজবে কান না দেওয়ার জন্য ত্রিপুরাবাসী-র প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

ত্রিপুরায় ছয়টি জেলায় হবে বাস্তুচ্যুত ব্রু অভিবাসীদের পুনর্বাসন, গুজবে কান দেবেন না, রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন রাজস্ব সচিব

তিনি বলেন, বাস্তুচ্যুত ব্রু অভিবাসী-দের শুধুমাত্র ত্রিপুরার একটি অঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়া হবে, সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন খবর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে নজরে এসেছে। তাই তিনি সাফ জানান, ভারত সরকারের সাথে ত্রিপুরা সরকার ও অন্যান্যদের চুক্তি অনুযায়ী বাস্তুচ্যুত ব্রু অভিবাসী-দের রাজ্যে ছয়টি জেলায় বিভিন্ন স্থান পুনর্বাসনে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, বাস্তুচ্যুত ব্রু অভিবাসী-দের শুধুমাত্র একটি জেলা কিংবা একটি মহকুমায় পুনর্বাসনের খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং মিথ্যা। তাই, এধরণের খবর ছড়াতে এবং বিশ্বাস করা থেকে ত্রিপুরাবাসী-কে দূরে থাকার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, কাঞ্চনপুর মহকুমায় অধিকাংশ বাস্তুচ্যুত ব্রু অভিবাসী-দের পুনর্বাসনের বিরোধিতা করে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি আটদিন ধরে বনধ পালন করছে। শুধু তাই নয়, ওই ইস্যুতে জাতীয় সড়ক অবরোধে সংঘর্ষে দুই জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাতে, পরিস্থিতি অনেকটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু, কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগর মহকুমায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা হয়েছে বলে ত্রিপুরা পুলিশের আইজি আইন-শৃঙ্খলা জানিয়েছেন।

টমটম ও অটো চালকদের বিবাদের জেরে আমবাসায় জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। অটো ও টমটম চালকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলছিল আমবাসায়। বহুবার টমটম চালক ও অটোচালকদের নিয়ে বৈঠকে বসা হয়। কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান এখনো পাওয়া যায়নি। এনিয়ে পথ অবরোধেও শামিল হয়েছে টমটম চালকরা। সোমবার দুপুরে দুইজন টমটম চালককে বেধড়ক মারধর করে অটো চালকরা এমনটাই অভিযোগ টমটম চালক দের।

এই অভিযোগ নিয়ে টমটম চালকরা আমবাসা থানার দ্বারস্থ হয়, তারপর আজ সন্ধ্যারাতে সকল টমটম চালকের এক হয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধে বসে। আমবাসা কমলপুর চৌমুহনীতে জাতীয় সড়ক ও আমবাসা কমলপুর সড়ক অবরোধ করে টমটম চালকরা। তাদের দাবি বিএমএস সংগঠনের বিকাশ দাস তাদের উপর নির্যাতন করে। টমটমে যাত্রী আসা যাওয়া নিয়ে সমস্যা করে অটো চালকরা।

আজ টমটম চালক দের মারধোরের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আমবাসার টমটম চালকরা। বসে জাতীয় সড়ক অবরোধ। খবর পেয়ে ছুটে আসে আমবাসা থানার পুলিশ। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ চলে। খবর পেয়ে ছুটে আসে ধলাই জেলা পরিষদের সদস্য মৃদুল দত্ত ও বিজেপির মন্ডল সভাপতি সন্দীপ পাল শংকর চক্রবর্তী সহ বিজেপি নেতৃত্বরা। পুলিশ প্রশাসন ও বিজেপি নেতৃত্ব দের আশ্বাসে জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়।

হাতি তাড়াতে গিয়ে বনদস্যুদের আক্রমণে গুরুতর আহত বনকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ নভেম্বর।। বন্যহাতি তাড়াতে গিয়ে উত্তেজিত জনতার জনরোষের শিকার হয় এক বনকর্মী। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন উত্তর মহারানী পুর লক্ষী চরণ পাড়ায়। রবিবার রাত প্রায় ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ ঘটে এই ঘটনা।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জের কর্মীরা খবর পায় উত্তর মহারানী পুরের লক্ষ্মী চরণ পাড়ায় বন্যহাতি দল তাণ্ডব চালাচ্ছে। এই খবর পেয়ে বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বন্য হাতির সন্ধান করতে থাকে। কিন্তু বন্যহাতি না পেয়ে বনকর্মীরা ফিরে আসার সময় উত্তেজিত জনতা বন কর্মীদের উপর হামলা চালায়। এতে বিশ্বজিৎ দেববর্মা নামে এক বন কর্মী গুরুতর ভাবে আহত হয়। পরে অন্যান্য বন কর্মীরা আহত বিশ্বজিৎ দেববর্মাকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আহত বিশ্বজিৎ দেববর্মা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে চোরাই কাঠ কারবারিরা বনকর্মীদের উপর হামলা চালায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রীসহ দুই যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ নভেম্বর।। যাত্রাপুর থানা এলাকা থেকে পুলিশ ৫ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ দুই জনকে আটক করেছে। জানা যায়, নেশা জাতীয় ট্যাবলেট সহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে তারা পাচারের উদ্দেশ্যে উৎপেতে বসে রয়েছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার পুলিশ অভিযানে চালিয়ে তাদেরকে নেশা সামগ্রী সহ আটক করতে সক্ষম হয়। তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে গোলাঘাটি পার্কে আটক যুবক-যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। রবিবার গভীর রাতে জম্পুইজলার গোলাঘাটি খোমচাক পার্কে যুবক যুবতীকে অসংলগ্ন অবস্থায় আটক করেছেন স্থানীয় জনগণ। জানা যায়, তারা কমলা উৎসব থেকে বাইকে করে এসে রাতে গোলাঘাটি সংলগ্ন খোমচাক পার্কে ঢুকে পড়ে। বিষয়টি স্থানীয় মানুষের নজরে আসে। তখনই স্থানীয় লোকজনরা যুবক যুবতীকে আটক করে টাকারজলা থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে যুবক যুবতীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা, অভিযুক্ত স্বামীর থানায় আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ নভেম্বর।। শেষ পর্যন্ত ছয়দিনের মাথায় মহিলা থানায় এসে আত্মসমর্পন করল অভিযুক্ত স্বামী রিপন সরকার। গত ১৭ নভেম্বর সাত সকালে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে হত্যা করার অভিযোগ ওঠেছে গকুলনগর মিস্ত্রি পাড়ার রিপন সরকারের বিরুদ্ধে।

পুলিশকে তকমা লাগিয়ে বহু জায়গায় ঘোরাঘুরি করার পর যখন আর গাঁ ঢাকা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি তখন পুলিশের সাথে কথা বলেই সোমবার থানায় নিজে এসেই ধরা দেয়। মহিলা থানার ওসি শিউলী দাস জানায় মঙ্গলবার অভিযুক্ত আসামিকে আধালতে সোপার্দ করা হবে। প্রসঙ্গত,গত ১৭ নভেম্বর যে অমানুষিক ভাবে এক গৃহবধূর ওপর কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগানোর অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত গকুলনগর মিস্ত্রি পাড়া এলাকায়।

জানা যায় মঙ্গলবার সকাল ৯ ঘটিকায়। নিজ বাড়িতে গৃহবধূ রুপা নট্ট(২০)কে তার স্বামী রিপন সরকার কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় । গৃহবধূর চিৎকার শুনে এলাকার লোক একত্রিত হলে অভিযুক্ত স্বামী রিপন সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঠচৌমুহনী বাজারের একাংশ পুড়ল ছাই

বাজারগুলিতে ঘন ঘন অগ্নিকান্ড সন্দেহ প্রকাশ বিজেপি নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। রবিবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় রাজধানীর মঠ চৌমুহনী বাজারের বেশকিছু দোকান। সোমবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান গুলি পরিদর্শনে যান বিজেপি সদর জেলা শহরাঞ্চল কমিটির সভাপতি অলক ভট্টাচার্য। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলি ঘুরে দেখার পর কথা বলেন ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের সাথে। পরে তিনি সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান সম্প্রতি রাজধানীতে পর পর কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পর পর এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তিনি প্রশাসনের নিকট দাবি জানান এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সঠিক তদন্তের। একই সাথে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

রবিবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড রাজধানীর মঠ চৌমুহনী বাজারে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে পুরে ছাই হয়ে যায় বাজারের একাংশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গভীর রাতে মঠচৌমুহনী বাজারের সামনের অংশে অগ্নিসংযোগ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নেয় বেশ কয়েকটি দোকান। বাজারের ব্যবসায়ীরা ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। দ্রুত মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে ছুটে আসে দমকল বাহিনীর কর্মীরা।

পরবর্তী সময় আগরতলা শহর ও শহরতলির ফায়ার ষ্টেশন গুলি থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভুক্তিভরে রাজ্যেও অনুষ্ঠিত জগদ্বাত্রী পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। জগদ্ধাত্রী দেবী দুর্গার অপর রূপ। উপনিষদে তার নাম উমা হৈমবতী। বিভিন্ন তন্ত্র ও পুরাণ গ্রন্থেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চন্দননগর,গুপ্তিপাড়া ও নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী উৎসব জগদ্বিখ্যাত। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে দেবী জগদ্ধাত্রীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। জগদ্ধাত্রী দেবী ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা ও সিংহবাহিনী। তার হাতে শঙ্খ, চক্র, ধনুক ও বাণ; গলায় নাগযজ্ঞোপবীত।

বাহন সিংহ করীন্দ্রাসুর অর্থাৎ হস্তীরূপী অসুরের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। দেবীর গাত্রবর্ণ উদিয়মান সূর্যের ন্যায়। নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকাল থেকেই বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। জগদ্ধাত্রী পূজার নিয়ম একটু স্বতন্ত্র। দুটি প্রথায় এই পূজা হয়ে থাকে। কেউ কেউ সপ্তমী থেকে নবমী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। জনস্বার্থে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন (কনফিডেন্সিয়াল অ্যাণ্ড ক্যাবিনেট) দপ্তর থেকে এই তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে, এখন থেকে বাংলায় এই দপ্তরের নাম হবে 'জনজাতি কল্যাণ দপ্তর'।

চিরনিদ্রায় অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ

গুয়াহাটি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.)।। সহস্রজনকে শোকাহত করে চিরনিদ্রায় অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। আজ সোমবার সন্ধ্যা ৫:৩৪ মিনিটে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেছেন ৮৬ বছরের তরুণ। এই দুঃসংবাদ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ সন্ধ্যায় দ্বিতীয় বার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যর খোঁজ নিতে হাসপাতালে এসেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এখানে আসার পর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ তাঁকে এই দুঃসংবাদ দিয়েছেন। অধ্যক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ সাংবাদিকদের সামনে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর সময় আইসিইউ-এর ভিতরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছিলেন তাঁর সাংসদ-পুত্র গৌরব গগৈ, মেয়ে চন্দ্রিমা ও জামাতা।

এদিন সকালে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (জিএমসিএইচ)-এর তিনতলায় আইসিইউতে পত্নী, পুত্র-কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বছর ৮৬-এর তরুণ গগৈয়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়ে মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে আলোচনা করে বাইরে এসে অশ্রুসিক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানিয়েছিলেন, প্রতি মুহূর্তে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। কেবলমাত্র সামান্য ব্রেন ফাংশন ছাড়া শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ডিজঅর্ডার হয়ে পড়েছে। হার্টের ক্রিয়া কিছুটা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ নভেম্বর।। সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় আবারো ভয়াভহ যান দুর্ঘটনা ঘটলো। বিশালগড় থানাদিন রঘুনাথপুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় একটি বোলোরো ট্রাক এবং মারুতি গাড়ির সংঘর্ষে ঘটে মারাত্মক দুর্ঘটনা। এতে আহত হয় তিনজন। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় বিশালগড় দমকল কর্মীরা। আহত তিনজনকে নিয়ে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। আহত তিন জন হলেন, প্রীতম আইস, নিখিল দেবনাথ, রাজিব সাহা। এরমধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়।

নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ গন্ডাছড়া হাসপাতালে, তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখাল আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৩ নভেম্বর।। গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে বেসরকারী নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ এনে সোমবার হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীদের অফিস রোমে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে আইপিএফটি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই দিন আইপিএফটি-র দলীয় কর্মী সমর্থকরা গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এমনকি নিরাপত্তা রক্ষীদের অফিস রোমে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

আইপিএফটির নেতৃত্বের অভিযোগ হাসপাতালে সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ প্রক্রিয়া বৈধ ছিল না। সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। তারা আরো জানান এই

বিষয়ে চলতি মাসের চার তারিখ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট দলের পক্ষ থেকে ডেপুডেশন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও আজ অব্দি কোন সদুত্তর না পেয়ে এই দিন অফিস রোমের দরজায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৪৮ ▫ ২৪ নভেম্বর ২০২০ ইং ▫ ৮ অগ্রহায়ণ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মানব সভ্যতা

সমস্যাবহুল পৃথিবীতে একটার পর একটা সমস্যা গোটা মানব সভ্যতাকে প্রশ্নচিহ্নে দাঁড় করিয়াছে। করোনা ভাইরাস ছড়ানোর আগে গোটা দুনিয়া গুরুতর সমস্যায় ডুবিয়াছিল। বহু দেশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল। বিভিন্ন দেশে বৈষম্য ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশগুলি তাহাদের লাখো লাখো নাগরিককে চিকিৎসার সুবিধার বাইরে রাখিয়া, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে গুরুত্বহীন করিয়া রাখিয়াছিল। ফলে অসুস্থতায় ভুগছিল বহু মানুষ। কৃচ্ছসাধনের নামে অধিকাংশ দেশ গরিব মানুষের উপর খড়্গ নামাইয়া আনিয়াছিল। উন্নয়নের নামে ধ্বংস হইয়াছিল পৃথিবীর ভারসাম্য, প্রকৃতি। যুদ্ধাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ধনী, ক্ষমতাশালী দেশগুলি নিজেদের কেউকেটা ভাবা শুরু করিয়াছিল। ব্রাজিল থেকে শুরু করিয়া পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, হংকংয়ের মতো বহু দেশে গণতন্ত্রবিরোধী রাজনীতির উত্থান হইয়াছিল দ্রুত। ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষ সরকার বিরোধী আন্দোলনে ফাটিয়া পড়িয়াছিল। প্রশ্ন হইল, মহামারীর অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করিয়া গোটা দুনিয়া কি সমস্যাগুলো দূর করিতে পারিবে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ববাসীকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা ভালোভাবে বুঝিতে শিখাইয়াছিল। ফলে ১৯৪৪-৪৫ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটের অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু দেশ দীর্ঘমেয়াদি উন্নতি ঘটাইয়াছিল। খাদ্যাভাবের সেই কঠিন বছরগুলোয় ব্রিটেনে অপুষ্টিজনিত ঘটনা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। খাদ্যের বড় ধরনের অপ্রতুলতার কারণে ব্রিটেন রেশনিং ও সামাজিক সাহায্যের মাধ্যমে খাদ্যবণ্টনে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। দীর্ঘদিনের পুষ্টিহীনরা আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালো খাবার পাইতে শুরু করে। একই রকম ঘটনা ঘটে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী সমতার পক্ষে সোচ্চার আনিউরিন বেভান ব্রিটেনে প্রথম ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস হাসপাতাল চালু করেন। ১৯৪৮ সালে ম্যানচেস্টারে চালু হয় পার্ক হাসপাতাল নামে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে গড় আয়ু ছেলেদের ক্ষেত্রে সাড়ে ছয় বছর ও মেয়েদের সাত বছর বাড়িয়া যায়। ব্রিটেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাইয়াছিল, একসঙ্গে সবাই মিলে কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই প্রশংসা পাইতে পারে, যেখানে জনসাধারণের কাজের গঠনমূলক ভূমিকা থাকিবে। বর্তমান সঙ্কটের অভিজ্ঞতার কারণে কি একই রকম ইতিবাচক কিছু ঘটিতে পারে? এখনই এর উত্তর মিলিবে না। কারণ, কোন দেশ কীভাবে সমস্যা মোকাবিলা করিবে, তা থেকে উদ্ভূত শিক্ষা এবং সামনে কী উদ্বেগ আসে, তার উপর নির্ভর করিবে ওই প্রশ্নের উত্তর। এ ক্ষেত্রে দেশের নেতা আর তাহাদের রাজনীতিই গুরুত্বপূর্ণ।মনে রাখিবেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ ভারতে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। দুর্ভিক্ষের সময় তৎকালীন ভারতে অন্তত ৩০ লাখ মানুষ না খাইয়া মারা যায়। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল বলে একে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বলা হয়। আসলে সেই সময় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে ব্রিটিশ শাসকরা তেমন কিছুই করেনি। যার ফল ভোগ করিতে হইয়ছিল আপামর ভারতবাসীকে। স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর আর দুর্ভিক্ষ ঘটেনি। তবে, মহামারীর জেরে ইতিমধ্যে কর্মক্ষেত্র ছারখার হইয়া গিয়াছে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হইল, বিপুল সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র গ্রাস করিবার সম্ভাবনা, এমনকী তাঁহাদের অনাহারে মৃত্যুর সম্ভাবনাও। এর একটা কারণ জীবিকার অভাব, পাশাপাশি স্বাভাবিক সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় রকমের ব্যাঘাত। নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক, কিন্তু এতেই শেষ নয়। এই পরিস্থিতি চলিতে থাকিলে পরিস্থিতি আরো বিপজ্জনক আকার ধারণ করিবে— কারণ অভুক্ত মানুষের হারাইবার বিশেষ কিছু নাই। বৃহত্তর সমাজ যে তাঁহাদের নিয়া চিন্তিত তাহাা তাঁহাদের বোঝানো, এবং তাঁহাদের ভালো থাকার ন্যূনতম রসদ নিশ্চিত করা, এখন আশু প্রয়োজন। সেই রসদ কিন্তু আমাদের আছে; চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার ভাণ্ডারে মজুদ ছিল ৭.৭ কোটি টন খাদ্য, যাহা বছরের এই সময়ে অতীতে প্রায় কখনই দেখা যায়নি। রবিশস্য, অর্থাৎ শীতকালে রোপিত কৃষিজাত ফসল, ঘরে তোলা হইলে আগামী কয়েক সপ্তাহে আরও ফুলেফেঁপে উঠিবে এই ভাণ্ডার। ফলে দ্রুত তাাাহহ দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে সরকারকেই।

তবে অনাহার স্রেফ একটা দিক। রোজগার এবং সঞ্চয়ের ওপর এই অপ্রত্যাশিত আঘাতের অন্যান্য অনেক গুরুতর প্রভাব পড়িতে পারে, খাওয়াদাওয়ার চিন্তা মিটিয়া গেলেও, নতুন ফসল রোপণের জন্য বীজ কেনার টাকা প্রয়োজন কৃষকদের। দোকানের তাক ফের কীভাবে ভরিবে, তা ঠিক করিতে হইবে দোকানদারকেই। আরও অনেকে কীভাবে বিভিন্ন ঋণ শোধ করিবেন, তাহা নিয়া চিন্তিত। সামাজিক স্তরে এই সমস্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে উপেক্ষা করিতে পারে না সরকার। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এবং অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজনের মতো বিশেষজ্ঞরা লিখিয়াছেন, এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে দেশের সরকারের সাহসী এবং অভিনব চিন্তাধারার প্রয়োজন। যাঁহাদের প্রকৃত প্রয়োজন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে হাত খুলিয়া খরচ না করিলে কিন্তু অচিরেই পথ হারাইব আমরা। অতএব সরকারকেই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় একদিকে যেমন দেশের অর্থনীতির হাল ফিরবে না ,ঠিক তেমনি গরিব অংশের মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বনা বাড়িবে।

মিম-এর ভরসা আছে তৃণমূলের উপর, বাংলার মানুষের ভরসা নেই : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : "অমিত শাহ বাঁকুড়াতে এসে খাটিয়াতে বসে ছিলেন এটা দেখেই মুখ্যমন্ত্রীও খাঁটিয়াতে বসেছেন, দিনকয়েক বাদে তিনি মাটিতে বসবেন।"সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ এই মন্তব্য করেন।

মেদিনীপুর শহরের কেরানিতলায় হিন্দু যুব বাহিনীর জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করতে এসে বক্তব্যের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যাহ্নভোজনে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, এক রাগ করে গিয়েছিলেন। বোধহয় কেউ ভাত খেতে দেয়নি।

মিম- তৃণমূল জোট প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, মিম মনে করছে তাদের কাজটা তৃণমূল করে দেবে। তৃণমূল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে। তাই মিম তৃণমূলের হাত ধরেছে। মমতা ব্যানার্জি বলেছেন 'কেউ টাকা দিতে এলে নিয়ে নাও, ভোট দিওনা'। এ প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন , মমতা ব্যানার্জি সবসময় টাকা টাকা করেন। তাই টাকার কথাই বলেছেন তিনি। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক সম্মাননিধি প্রকল্পের ৬হাজার টাকা তিনি মানুষকে পেতে দিচ্ছেন না।আয়ুষ্মান প্রকল্পের ৫লক্ষ টাকার সুবিধা পেতে দিচ্ছেন না। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির করোনা টিকা সংক্রান্ত বৈঠকের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে করোনার টিকার জন্য। সাগরদত্ত মেডিকেল কলেজে টিকাকরণের কথা থাকলেও মমতা ব্যানার্জি নাম পাঠাতে পারেননি। সারা দেশের মানুষ টিকা পাবে কিন্তু বাংলার মানুষ পাবেন না। তাঁদের জীবনের ঝুঁকি কিসের জন্য, কার জন্য? মমতা ব্যানার্জি কি চান না বাংলার মানুষ সুস্থ থাকুন?অন্যদিকে সোমবারই তৃণমূলের তিন হেভিওয়েট নেতাকে নোটিশ পাঠিয়েছেন হোর্সম্যান ডিরেক্টরেট। এই বিষয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি বলেন, ইডির নোটিশ আগেও এসেছে পরেও আসবে, মানুষ দেখেছে টাকা নিতে, এর জবাব দিতে হবে সাধারণ মানুষকে। সবশেষে তিনি বলেন, আদর্শের জোরে লড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি, কর্মীদের মনোবল নিয়ে ২০২১ এ ক্ষমতায় আসবে বিজেপি সরকার।এছাড়াও তিনি মুখ খুলেছেন একাধিক বিষয়ে। 'খান টাইটেল থাকার জন্যই বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে বাছা হয়েছে শাহরুখ খানকে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে করা হয়নি', ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নির্বাচন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারকে বিঁধলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

রাজনৈতিক হিংসা ছাড়াই নির্বাচন হোক রক্তপাতহীন

ফারুক আহমেদ

সামনে ২০২১ বিধানসভার নির্বাচন। পশ্চিমবাংলায় এবার নির্বাচন হোক রক্তপাতহীন। হিংসা, খুন, জখম, ঘৃণার রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে বাংলা মুক্তি পাক। শান্তিতে অবাধ নির্বাচন হোক। গণতান্ত্রিক সরকার গড়তে বাংলার মানুষের রায় মেনে নিক সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো। বাংলা পথ দেখাতে পারে ভারতকে। মুর্শিদাবাদ জেলা সহ বাংলার তেইশটা জেলায় রাজনৈতিক খুনোখুমি বন্ধ করতে সাধারণ মানুষকেই সচেতন হতে হবে। বিগত নির্বাচনের বছরগুলিতে দেখা গেছে জেলাগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে মারামারি করে লাশের লাইন লাগিয়ে দেয়। এবার একটু শান্তিতে নির্বাচন হোক। প্রশাসনের কাছে আবেদন, শান্তিতে নির্বাচন করতে সঠিক উদ্যোগ নিয়ে নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করতে এগিয়ে আসুন।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে সংখ্যালঘুদের মধ্যে মুসলমানদের করুণ চিত্র চোখে আঙুলে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তাদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। বিভেদকামীশক্তি জাতপাতের রেষারেষিটা মনুষ্য সমাজে বাড়িয়ে দিয়ে দেশকে বিপথে চালিত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। এই অবস্থাণ নিরসনে এগিয়ে আসছেন সচেতন নাগরিকদের বড় অংশ।

বিভেদমূলক নীতির ফলে রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ঠ হচ্ছে দিনের পর দিন। ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি অশুভ শক্তি যেভাবে বিদ্বেষ প্রকাশ করছে তাতে ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটছে এবং তা পবিত্র ভারতভূমিতে চরমভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। সংবিধানকে রক্ষা করতেই হবে।

ভারতের কল্যাণে মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য। বৈষম্য দূর করতেই হবে। সাধারণ মানুষকে মাথা উঁচু করে বাঁচতে সাহস জুগিয়ে দেশ স্বাধীন করতে ভারতীয় আর্য-অনার্যদের সঙ্গে সুলমানরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশ স্বাধীন করেছে। মনে রাখতে হবে, ভারতের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা রেখেই দেশভাগের পরও ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন তাদের বড় অংশ দেশ ছেড়ে চলে যাননি। ভারতের মাটিকে আগলে রেখেছেন বুকের মধ্যে। ভারতের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা করতে মুসলমানরা জোটবদ্ধভাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ রেখেছেন এবং অপূর্ব নিদর্শন আজও উপহার দিচ্ছেন দেশবাসীকে।

ভারত একদিন আবারও পৃথিবীকে আলো দেবে। বিবাজন সৃষ্টি করে ভারতীয় আত্মাকে পৃথক করা যাবে না। আমরা জানি এবং ভারতীয় হিসেবে গর্বিত হই, এটা জেনে বিশ্বে সর্বোত্তম ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ভারতীয় নাগরিকদের বড় অংশ।

স্বাধীন ভারতের ৭৩ বছর পরেও মুসলমানদের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ঘরের ছেলেমেয়েরা বহু সংগ্রাম করে কিছু সংখ্যক উচ্চশিক্ষা নিতে এগিয়ে আসছে। এ বিষয়ে কিছু মিশন স্কুলের অবদান উল্লেখযোগ্য। মুসলিমদের পরিচালিত ট্রাস্ট ও সোসাইটি নিজস্ব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় না থাকার ফলে বহু ছাত্রছাত্রী আর্থিক অনটনে উচ্চশিক্ষা অর্জনে বহু বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরো বেশি। রাজ্য সরকার এ বাধা দূর করার জন্য কোনো সরকারি প্রকল্প এখনো গ্রহণ করেনি। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিত্তনিগম থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে ঋণ দেওয়া হয়, তার বিনিময়ে সরকারি চাকুরিরত গ্রান্টার বাধ্যতামূলক করায় বিপদ বেড়েছে। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চাকুরিত মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, কোথাও আবার শতকরা একজনও নেই। তাহলে সরকারি চাকুরিরত গ্রান্টর পাওয়া যাবে কোথায়? একদিকে প্রচুর ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা নিতে চাইলেও অর্থের অভাবে তা তারা নিতে পারছে না। অন্যদিকে চাকুরিত মুসলমানদের সংখ্যা জনসংখ্যার (৩০) শতাংশের অনুপাতে খুবই দম। তাহলে এই বৈষম্য ঘুচবে কীভাবে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের দাবি, তাঁরা মুসলমানদের উন্নয়নে প্রবলভাবে আন্তরিক। সভা সমাবেশ ও সমিতিতে এই দাবি জোরকদমে বলে চলেছেন শাসক দলের নেতানেত্রী ও মন্ত্রীরা। এই মতো পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি, সরকারের পক্ষ থেকে এই সব দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ ফান্ডের ব্যবস্থা করা হোক অথবা পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিত্তনিগম থেকে গ্রান্টারমুক্ত লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। আমরা অনুদান চাইছি না, উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারের কাছ থেকে পিছিয়েপড়াদের জন্য শুধুমাত্র লোন চাইছি। পিছিয়েপড়াদের তুলে আনার ক্ষেত্রে সরকারের এটা নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করি।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের জন্য যদি প্রকৃত উন্নয়ন করতে চান তাহলে এই ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তিনি দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন এবং পিছিয়েপড়াদের মন জয়ও করতে পারেন। এই পথেই একটা পিছিয়েপড়া সমাজ আলোর স্পর্শ পাবে—আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মুক্ত চেতনা ও সর্বোপরি সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রচিত হবে। মুসলিম ও সংখ্যালঘু সমাজ আলোর দিশারী হবে। এটা বড় প্রয়োজন এই মুহূর্তে।

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও সর্বভারতীয় নিটে চমক দেওয়ার মতো ফল করছে মিশনের ছাত্রছাত্রীরা। বাংলার বিগত চৌত্রিশ বছর বাম শাসনে দেখেছি ইতিহাস ঘেঁটে সংখ্যালঘুদের চাকরি, শিক্ষা, বাসস্থান ও সামাজিক সংকটকে গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের কোনো চেষ্টাই করেনি। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। জ্যোতি বসুও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জমানায় সংখ্যালঘুদের সংকট বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। জ্যোতি বসুর শাসনকালে মুসলিমদের জন্য চাকরিবাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের দাবি তুলেছিলেন জনাব হাসানুজ্জামান। তাতে জ্যোতি বসু বলেছিলেন, জনাব হাসানুজ্জামান কি মুসলমানদের জন্য কারাগারেও সংরক্ষণ চাইছেন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার জমানায় বলেছিলেন, মাদ্রাসা মক্তব হল সন্ত্রাসবাদের আখড়া। এই চরম অপমানের বদলা বাংলার মানুষ ও সংখ্যালঘু সমাজ ভোটবাক্সে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, সংখ্যালঘিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে বহুগুণে ধ্বংসাত্মক আর শক্তিশালী। সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতি মুসলমানদের অস্তিত্বকেই ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, জহরলাল নেহরু একথা স্পষ্ট লিখেছিলেন। এর সত্যতা বারবারই প্রমাণিত হয়েছে। গোটা দেশে এই মুহূর্তে সংখ্যালঘু সাংসদ সংখ্যা মাত্র ২৭-এ নেমে এসেছে। ২০১৯ নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেখলাম বিজেপি'র নির্বাচিত সাংসদের মধ্যে একজনও মুসলিম সাংসদ নেই। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় সংখ্যালঘু প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা লোকসভা ভোটে বা বিধানসভা ভোটে জিতেছেন, ভাল কাজ করলেও তাঁদের অনেককে প্রার্থী করা হয় না বা আসন বদল করা হয়। ভুরি ভুরি উহাদরণ আছে। কখনও বা ঠেলে দেওয়া হয় হেরে যাওয়া আসনগুলিতে। মুসলিম প্রার্থীদের একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়াও হয় সুচতুরভাবে।

সাধারণ মানুষ কিন্তু রাজনীতির এসব প্যাঁচপয়জার বোঝে না। তারা চায় প্রত্যেক এলাকায় আধুনিক মানের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠুক। যেমন মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার দাবি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছেন জেলার মানুষ, যা আজও বাস্তবায়িত হয়নি, যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খানিকটা হলেও সেদিকে অগ্রসর হতে পারছেন। বিল পাশ করেছেন মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু আজও পঠনপাঠন চালু হয়নি বা অর্থ বরাদ্দও করা হয়নি। এখনও উপাচার্য নিয়োগও হয়নি। তবে কৃষ্ণনাথ কলেজ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিল নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এর মধ্যেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের মহাসচিব ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ পট্টোপাধ্যায় শিক্ষআপ্রসারে মহৎ উদ্যোগ নিয়েছেন। অনেকগুলি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ও বেশ কয়েকটি নতুন কলেজ খুলেছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। তবুও বহু জেলাতেই আরো অনেক সাধারণ স্কুল কলেজ সহ মহিলা ডিগ্রি কলেজ গড়ার প্রয়োজন প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে।

২০১৬ সালে বিধানসভা ভোটে সংখ্যালঘুদের বিপুল সমর্থন পেতে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা পেখেছিলেন। এখন দেখার ২০২১ সালের নির্বাচনে কোন দল কীভাবে বাজিমাত করে।

সংখ্যালঘুদের বিপুল সমর্থন পেতে চাইবেন সব দলই। এখন থেকেই এই সংখ্যালঘুদের মন জয়ে সকল রাজনৈতিক জল নানা কৌশলে বাজিমাত করতে উঠেপড়ে লেগেছেন।

বাম-কংগ্রেসে-বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে থাকা মুসলিম ভোটে থাবা বসাতে চাইছেন। তবে সচেতন সংখ্যালঘু সমাজ অতীত অভিজ্ঞতাকে স্মরণ রেখে যথাযথ ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলেই মনে হয়।

বিগত ৩৭ বছর বাংলার মানুষ দেখেছেন সংখ্যালঘুদের সামাজিক সংকটে গুরুত্ব দিয়ে সমাধামের কোনো চেষ্টাই করেনি তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। রাজ্যের ২৩টা জেলায় বামফ্রন্ট পার্টি সম্পাদক আছেন কিন্তু কোনো মুসলিমকে আজও সম্পাদক পদে বসাতে পারেননি বামকর্তারা।

বামফ্রন্টের কর্তরা বলেন, তাঁরা নাকি অন্যদের থেকে অসাম্প্রদায়িক। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে কখনো মুসলিম আধিকারিককে বসাতে পারেননি কেন, এই প্রশ্ন ওঠা অমূলক নয়। এই কালো ইতিহাস বাংলার মানুষ এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবেন না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এরই পাশাপাশি আমরা দেখেছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বিগত বছরগুলিতে কয়েকজনকে জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসনেও বসিয়েছেন। এমনকী কলকাতা মহানগরীর মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হয়ে জনাব ফিরহাদ হাকিম ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের আস্থা অর্জন করে চলেছেন, বিগত বামফ্রন্ট সরকার যা কখনো ভাবতেই পারেননি।

রাজনৈতিক দলের কর্তারা শুধু ভোটের সময় ভোট লুঠ করতে আর লেঠেলাবাহিনী করে মুসলিমদের এবং দলিতদের এগিয়ে দিয়েছে সুচতুরভাবে। মারছে মুসলিম, মরছে মুসলিম। আর মরছে দলিতরা। দেশের ও বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ ভুলে যায়নি তাদের চালাকিও অত্যাচারের কথা।

অপ্রত্যাশিত দেশভাগের ফলে সাবেক বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। মানসিক অস্বস্তিকাতরতায় আচ্ছন্ন মুসলিম জাতিসত্তা এই সাত দশকের মাধে এসে কোন অবস্থানে?

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলায় জীবন বিকাশের সবক্ষেত্রে বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে নানা মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের গণতান্ত্রিক সাম্যতাহীন নির্লজ্জ স্বার্থসিদ্ধি আর নানাবিধ ধান্দাবাজির সওয়ালে দাবার বোড়ে হিসাবে অর্থা১ ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে মুসলমানদের ব্যবহার করেছে। এই নিঃসহায় ধর্মীয় সম্প্রদায়কে মাদারি নাচের উপাদন করে তুলেছে। হরেক কিসিমের রাসসাজির উৎসকেন্দ্রকে এক নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখলে যা স্পষ্ট তা খোলসা করে বলা দরকার। সত্য নির্মম, সেক্ষেত্রে কাউকে রেয়াত করবা প্রশ্নই ওঠে না। সে সুযোগও নেইষ কেননা কঠোরভাবে একেশ্বরবাদী এই ধর্মবিশ্বাসী সমাজ সিউডো সেকুলার নরম ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবদীদের সমস্ত রকমের ফন্দি আর ফিকির অনুধাবনের পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করেছে।

দেশবিভাগের পর তারা অন্তবিহীন সমস্যায় আক্রান্ত, জর্জরিত ও তার রাজনৈতিক সমাধান কোন পদ্ধতিতে সম্ভব তার সত্ত্বগত কৌশলগত আর পরিস্থিতি মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁরা পারঙ্গম হয়ে উঠেছেন। তার প্রমাণ তাঁরা দিয়েছেন বিগত দুই বিধানসভা ও ২০১৪,২০১৯ লোকসভা ভোট। কোনো ললিপপ আজ তাদের তৃপ্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। অতলান্তিক সমস্যা আর অস্তিত্বের সংকটগুলো অতিক্রম করে কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁরা থাকবেন তার পূর্ব একটি ছকও সংখ্যালঘু মনে ক্রিয়াশীল। বিজেপি এনআরসি নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের আস্থা হারিয়েছে। হিন্দু মানুষজন তাদের পাশ থেকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছেন।

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের দিকে নজর দিলে দেখা যাচ্ছে ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট বড় ফ্যাক্টর। বিরোধীরা এই বাংলায় সুবিধাজনক অবস্থায় আসতে চাইলে সংখ্যালঘুদের উপেক্ষা করে তা সম্ভব হবে না বলেই মনে করি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র নেত্রী, এনআসি হতে দেবেন না। বিগত বাম শাসনের অহমিকা, ঔদ্ধতা, ভণ্ডামি আর দুর্নীতির গহ্বরে নিমজ্জিত তৎকালীন তস্কর শাকগোষ্ঠীর বলির পাঁঠা হতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন আর আগ্রহীন নয়।

বাম জমানায় প্রশাসনিক বদমায়েশি সম্পর্কে নিরন্তর প্রতিবাদী হয়ে ওঠা সমাজ এখনও সচেতন আছেন। তারা ভুলে যায়নি জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদের ভট্টাচার্যের জমানায় সংখ্যালঘুদের সংকট চরকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। সবর্দিক থেকে তাদের হাতে না পেরে ভাতে মারার সেই সুকৌশল আজও ভোলার নয়। এই চরম অপমানের বদলা বাংলার মানুষ ও সংখ্যালঘু সমাজ ভোটবাক্সে দিয়েছেন। যার ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল বিধানচন্দ্র রায়ের পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে সকলকেই চমক দিয়ে ২১১টি আসনে জয়ী হয়েছিল বিগত বিধানসভা নির্বাচনে।

গোটা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মিটিং মিছিল করে জোটের মুখে ঝামা ঘষে ও চুনকালি মাখিয়ে তাদের পতন সুনিশ্চিত করেছিলেন বাংলার অবিসংবাদী যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষ। সামমের নির্বাচনে সব দল সংখ্যার অনুপাতে ৩০ শতাংশ আসনে সংখ্যালঘু প্রার্থী দিক এই দাবি উঠছে এখন থেকেই। যেসব ওয়াকফ সম্পতি বেদখল হয়ে আছে তা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতেও বর্তমান সরকারকে আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

উচ্চশিক্ষার চাকরিতে মুসলমানদের অবস্থান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখছি, প্রতিনিয়ত অধ্যাপক শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ কমছেই, এর প্রতিকার হওয়া দরকার। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে নজর দিলেই উঠে আসে করুণ চিত্র। অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের চাকরি ও অবস্থান নেই বললেই চলে। এই বঞ্চনার অবসান ঘটাতে রাজ্য সরকারকে সঠিক পদক্ষেপ ও উদ্যোগ নিতে হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের জমানায় হাতে পায়ে ধরে কেউ কেউ সরকারি পদে বসেছেন। কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হয়েছেন কিন্তু তাঁদের সরকারি বিরোধী কার্যক্রম দেখে তাজ্জব বনে যাই।

আশার কথা, মানবিক চিন্তাচর্চায় যথার্থ আগ্রহী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মেধাজীবি, সাহিত্যিক শিল্পী, প্রাবন্ধিক সাংবাদি, সমাজ রাষ্ট্রচিন্তাক, সর্বোপরি আজমতার মধ্যে থেকে সচেতন অংশটি বাম শাসনের প্রশাসনিক বদমায়েশি সম্পর্কে নিরন্তর প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজ থেকে উদ্ভূত প্রতিনিধিস্থানীয় সমাজবেত্তা, প্রাবন্ধিকদের ভাবনাচিন্তাকেও তুলে ধরেছিলাম আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন কংগ্রেস ও বাম শাসনের মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক গ্রন্থে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের একটি অংশ যারা আজও উটপাখির মতো মরুবালিতে মুখ গুঁজে উপেক্ষিত অংশের জাগরণকে স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত, তাঁদের বোধোদয় হবে এমন প্রত্যাশা করা যায়। বাম শাসনের অবসান ঘটাতে আমরাও এগিয়ে এসেছিলাম। পরন্তু সীমহীন রাজকীয় ক্ষমতানির্ভর সুস্বাচ্ছন্দ্যে ঘাড়ে গর্দানে এক হয়ে যাওয়া বামফ্রন্টের রাজাবাবুরা এতদিনে যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজাংশের উপস্থিতিকেই স্বীকার করত না, আজ তারাই বেমক্কা নির্লজ্জাভাবে ভুটে যাচ্ছেন সংখ্যালঘুদের কাছে।

সংখ্যালঘুরা চান সমদৃষ্টি সমাজবিকাশ। তারা সময়ের বিচার করে এবং বিপুলভাবে জয় দিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন মমতা সরকারকে। আগামীতে বঞ্চনার অবসান ঘটাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার সঠিকভাবে কাজ না করলে তাদেরকেও সাধারণ মানুষ ভোটবাক্স জবাব দিয়ে দেবেন। তাই সাধু সাবধান।

তবে বহু ক্ষেত্রে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিয়েছেন, বৈষম্য না করে উন্নয়ন করা যায়। তাই উন্নত, ঐক্যবদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে বাংলার ৪২টা লোকসভা কেন্দ্রে প্রকাশ্য জনসভা করেছেন বাংলার জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনী ভোটপ্রচারে তাঁর জনসভাগুলো জনসমুদ্রের আকার নিয়েছিল। কিন্তু মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়ে কী পাপ করেছিল তা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। এন আর সি নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে বিজেপি বাংলায় দ্রুত মাটি হারিয়ে ফেলছে।

গণতন্ত্র ও সংবিধান আজও বহু রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ধ্বংস হচ্ছে। গণতন্ত্রও সংবিধান বাঁচাতে দেশের সাধারণ নাগরিকদের আরো সচেতন হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। ইভিএম কারচুপি রুখে স্বচ্ছ সরকার উপহার দিতে জনসাধারণকে আরো সচেতন হতেই হবে। ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তার জন্য সঠিক নেতা তৈরি করতে হবে। দেশের সুনাগরিকগণ আগামীতে ভালবাসার দেশকে রক্ষা করতে সঠিক পদক্ষেপ নেবেন এই আশায় আমরা। বাংলাতে এনআরসি নিয়ে উদ্বাস্তু হওয়ার আতঙ্ক দূর করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই মহান কাণ্ডারী হতে পারবেন কিনা তা সময় বলবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> গণতন্ত্র ও সংবিধান আজও বহু রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ধ্বংস হচ্ছে। গণতন্ত্রও সংবিধান বাঁচাতে দেশের সাধারণ নাগরিকদের আরো সচেতন হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। ইভিএম কারচুপি রুখে স্বচ্ছ সরকার উপহার দিতে জনসাধারণকে আরো সচেতন হতেই হবে। ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তার জন্য সঠিক নেতা তৈরি করতে হবে। দেশের সুনাগরিকগণ আগামীতে ভালবাসার দেশকে রক্ষা করতে সঠিক পদক্ষেপ নেবেন এই আশায় আমরা। বাংলাতে এন আর সি নিয়ে উদ্বাস্তু হওয়ার আতঙ্ক দূর করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই মহান কাণ্ডারী হতে পারবেন কিনা তা সময় বলবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় সুনীল দাশগুপ্ত'র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ছবি- নিজস্ব।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিলের দাবিতে শিলচরে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ

শিলচর (অসম), ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : 'চূড়ান্ত জনবিরোধী, শিক্ষা বিরোধী, কর্পোরেট গোষ্ঠীর স্বার্থে তৈরি জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০' বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্রছাত্রী সহ জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আজ সোমবার শিলচরেও এআইডিএসও কর্মীরা ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

এছাড়া সারা রাজ্যের সাথে কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকেও স্মারকপত্র অসমের রাজ্যপালের কাছে প্রদান করা হয়েঠে। স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ বাতিলের দাবিতে ইতিমধ্যে দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মীরা দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ, বাক্তিগতকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের পথ সুগম করে দেওয়া হয়েছে। হায়ার এডুকেশন কমিশন অব ইন্ডিয়া গঠন করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি ইউজিসি, এআইসিটিই বন্ধ করে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কঠোর করে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে। ৫ৃ৩ৃ৩ৃ৪ শিক্ষাবর্ষ স্কুল স্তরে চালু করে তিন থেকে আট বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণহীন অঙ্গনওয়াড়ির হাতে শিশুদের দায়িত্ব অর্পণ করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কোনও ধরনের বিভাজন না রেখে শিক্ষার ''ভোকেশনাইজেশন'' করা হচ্ছে। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা অর্জনের মূল ধারা থেকে বঞ্চিত হবে।

স্মারকপত্রে লেখা হয়েছে, স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রমকে চার বছরের পাঠ্যক্রম করে ছাত্রছাত্রীদের একটি বছর অতিরিক্ত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এমফিল তুলে দিয়ে গবেষণার প্রাথমিক কাজ করার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টাও এই জাতীয় শিক্ষানীতির মধ্যে রয়েছে। নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা তুলে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাঙ্গন থেকে বিদায় করতে বাধ্য করা হবে।

শিক্ষা খণ্ডে জিডিপি-র ৬ শতাংশ খরচ হওয়ার কথা বলা হলেও তা সরকারের পক্ষ থেকে হবে কিনা, তা স্পষ্ট করা হয়নি। পাশাপাশি ১০০টি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা দেশে খোলার অনুমতি প্রদান করে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে স্মারকপত্রে অভিযোগ তোলা হয়েছে। তাই জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্রছাত্রী ও জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষর রাষ্ট্রপতির কাছে আজ পাঠানো হয়েছে।শিলচরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ চলাকালে সেখানে বক্তব্য পেশ করেন সংগঠনের জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ পল্লব ভট্টাচার্য, আপনলাল দাস।

অতি সংকটজনক অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গগৈ, চিকিৎসক নয়, একমাত্র ভরসা ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং রাজ্যবাসীর প্রার্থনা, বলেছেন অশ্রুসিক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : অতি সংকটজনক। এখন একমাত্র ভরসা ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং তাঁর পুনর্জীবন কামনায় রাজ্যবাসীর প্রার্থনা। আজ সোমবার গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (জিএমসিএইচ)-এর তিনতলায় আইসিইউতে পত্নী, পুত্র-কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বছর ৮৬-এর তরুণ গগৈয়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়ে মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে আলোচনা করে বাইরে এসে এই তথ্য দিয়েছেন অশ্রুসিক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ধরা গলায় তিনি বলেন, প্রতি মুহূর্তে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। কেবলমাত্র সামান্য ব্রেন ফাংশন ছাড়া শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ডিজঅর্ডার হয়ে পড়েছে। হার্টের ক্রিয়া কিছুটা রয়েছে, তবে তা প্যাসমেকারের বলে। মোদ্দা কথায়, তিনি এখন যখন-তখন, যমের সঙ্গে লড়াই করছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং দশ জনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল।

এদিকে অসমের দীর্ঘ সময়ের পোড় খাওয়া রাজনীতিক টানা পনেরো বছরের মুখ্যমন্ত্রী (প্রাক্তন)-র পুনর্জীবন কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। তাঁকে শীঘ্র সুস্থ করে তুলতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তিনিও।

তরুণ গগৈয়ের ১৫ বছরের রাজত্বের তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ এবং প্রভাবশালী মন্ত্রী তথা নয়নের মণি বর্তমান বিজেপি নেতা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টিউবের সহায়তায় কৃত্রিম ভেন্টিলেশনে তাঁকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হচ্ছে। টানা অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, তার পরও ৮৫-র বেশি মাত্রায় উঠছে না অক্সিজেন। শরীরে পটাশিয়ামের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় গতকাল বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে ছয়ঘন্টা ডায়ালেসিস করা হয়েছে। আজ আর ডায়ালেসিসের পর্যায়ে নেই রোগী, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এককথায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখন সম্পূর্ণ যান্ত্রিক মেশিনের বলে লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন। তাই তিনি সর্বশক্তিমানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন তরুণ গগৈকে জীবন দান শীঘ্র সুস্থ করে তুলুন। এছাড়া রাজ্যবাসীকে তাঁর পুনর্জীবন কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে আহ্বান জানান হিমন্তবিশ্ব।

মন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকরা তাঁদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই মাত্র তিনি এখানে চিকিৎসদের দল এবং ভিডিও কনফারেন্সিঙে দিল্লির এইমস-এর ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী জিএমসিইচ-এর মেডিক্যাল টিম তাঁর চিকিৎসা করছে। তবে এখন যা পরিস্থিতি, তাতে মনে হচ্ছে ডাক্তারদের হাতে আর কিছুই নেই, ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া। আইসিইউ-এর ভিতরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রয়েছেন তাঁর সাংসদ-পুত্র গৌরব গগৈ। তাঁকে সব ব্যাপারে অবগত করিয়েই চিকিৎসা চলছে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসের গির্জায় ছুরি হাতে হামলা দুষ্কৃতীর, মৃত ২

ওয়াশিংটন, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : ফের হামলার ঘটনা ঘটল মার্কিন মুলুকে। স্থানীয় সময় রবিবার রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসের এক গির্জায় ছুরি হাতে হামলা চালাল এক অজ্ঞাত পরিচয়ধারী দুষ্কৃতী। হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই জন। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলার ঘটনার পরেই গির্জা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনায় জানা গেছে, রবিবার রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোস শহরে গ্রেস ব্যাপটিস্ট চার্চে আচমকা ছুরি হাতে চড়াও হয় এক হামলাবাজ। তার পরে গির্জা চত্বরে উপস্থিত পুন্যার্থীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়িভাবে ছুরি চালাতে শুরু করে। ছুরির আঘাতে দু'জন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আরও বেশ কয়েকজন ছুরিকাহত হন। তাদের অবস্থাও গুরুতর। আকস্মিক হামলার ঘটনায় গির্জায় উপস্থিত ভক্ত ও পূণ্যার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সান জোস শহরের মেয়র স্যাম লিকার্ডো জানিয়েছেন, ঘটনার পরেই গির্জার কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে। গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। হামলাবাজের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার উইসকনসিন রাজ্যের মিলওয়াউকে কাউন্টির মে ফেয়ার শপিং মলে আচমকা গুলি চলতে শুরু করে এক শ্বেতাঙ্গ বন্দুকবাজ। এলোপাথাড়ি গুলির আঘাতে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েন আটজন মানুষ। উইসকনসিনের ঘটনার ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসে ফের ছুরি হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কংগ্রেসের দৈন্যদশা নিয়ে কটাক্ষ বিজেপি নেতার

ভোপাল, ২৩ নভেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবং মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট সহ একাধিক রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছে কংগ্রেসের। শতাব্দীপ্রাচীন দলের এহেন দৈন্যদশা নিয়ে আগেই রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করেছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা শানাওয়াজ হোসেন। এবার একই প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন অপর বিজেপি নেতা নরোত্তম মিশ্র।

সম্প্রতি প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গুলাম নবী আজাদ দলের হাই কমান্ডের দিকে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে বলেছিলেন পাঁচতারা সংস্কৃতি দিয়ে নির্বাচনে জেতা যায় না। দলের সাংগঠনিক পদে থাকতে গেলে নির্বাচিত হয়ে আসা উচিত। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র জানিয়েছেন, কংগ্রেসকে আর পুনর্নবীকরণ করা যাবে না। আমরা অনেকদিন আগেই বলে আসছিলাম কংগ্রেস মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। অবশেষে সেই কথা স্বীকার করে নিলেন গুলাম নবি আজাদ, পি চিদাম্বরম, কপিল সিব্বলের মত নেতারা। এমনকি স্বাধীনতার পর মহাত্মা গান্ধী নিজে কংগ্রেসের বিলুপ্তি পক্ষে ছিলেন।

লাভ জিহাদ নিয়ে পাল্টা কটাক্ষ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি. স.): লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্য আইন প্রণয়ণ করতে চলেছে। এর বিরুদ্ধে এবার নিন্দায় সরব হলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কেটিএস তুলসী।

সোমবার রাজধানী দিল্লিতে তিনি জানিয়েছেন, ভালোবাসাই ধর্ম। যারা ভালোবাসার মধ্যে থাকে তারা কোনও কিছুর পরোয়া করে না। নিজেরা মনে করে মহাসাগর থেকেও বড় তারা। তুমি তাদেরকে হত্যা করতে পারও কিন্তু তারা একে অপরকে ভালবেসে যাবে। হির-রানঝা, সহনি-মাহিওয়াল এবং আরও অনেককে সবাই মনে রেখে। ভয় নয় ভালোবাসাকে ছড়াতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, লাভ জিহাদ নিয়ে কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক তরজা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তার মধ্যে কেটিএস তুলসীর এই মন্তব্য নতুন মাত্রা যোগ করল

তরুণ গগৈ-এর প্রয়াণে শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার প্রয়াত হলেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ।তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন এক একটি টুইটবার্তায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'শ্রী তরুণ গগৈ জি জনপ্রিয় নেতা এবং বর্ষীয়ান প্রশাসক ছিলেন। অসমের পাশাপাশি যাঁর কেন্দ্রে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। এই শোকের মুহূর্তে তাঁর পরিবার এবং সমর্থকদের সমবেদনা জানাচ্ছি। ওম শান্তি।'

প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাস এবং করোনাভাইরাস পরবর্তী জটিলতা অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। এদিন অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা তাঁর মৃত্যু খবর দিয়ে বলেন, 'দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর বিকেল ৫ টা ৩৪ মিনিটে মৃত্যু হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের।' ২০০১ সাল ২০১৬ সাল পর্যন্ত অসমের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। এর আগে দীর্ঘদিন দিল্লিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। পিভি নরসিমা রাওয়ের সরকারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ২০১৬ সালে বিজেপি ক্ষমতায় এলেও তিতাবর আসনে জিতেছিলেন গগৈ।

তরুণ গগৈ-এর প্রয়াণে শোক প্রকাশ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): অসমে কংগ্রেসের মুখ তথা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এদিন তিনি বলেন, 'শ্রী তরুণ গগৈ সত্যিকারের কংগ্রেস নেতা ছিলেন। অসমের সব মানুষ এবং সম্প্রদায়কে একসঙ্গে নিয়ে আসার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমার কাছে তিনি ছিলেন অসামান্য এবং বিজ্ঞ নেতা। আমি তাঁকে ভালোবাসতাম এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। আমি তাঁকে মিস করব। গৌরব (গগৈ) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি ভালোবাসা এবং সমবেদনা জানাচ্ছি।'

প্রসঙ্গত, সোমবার প্রয়াত হলেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ।করোনাভাইরাস এবং করোনাভাইরাস পরবর্তী জটিলতা অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। এদিন অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা তাঁর মৃত্যু খবর দিয়ে বলেন, 'দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর বিকেল ৫ টা ৩৪ মিনিটে মৃত্যু হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের।' ২০০১ সাল ২০১৬ সাল পর্যন্ত অসমের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। এর আগে দীর্ঘদিন দিল্লিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। পিভি নরসিমা রাওয়ের সরকারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ২০১৬ সালে বিজেপি ক্ষমতায় এলেও তিতাবর আসনে জিতেছিলেন গগৈ।

বেকারত্ব প্রসঙ্গে ফের নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে সরব তেজস্বী যাদব

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি. স.): বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছে। ক্ষমতায় ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি- জেডিইউ নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট। কিন্তু এখনও বেকারত্ব সহ একাধিক বিষয়ে দ্বন্দ্ব অব্যহত বিহার রাজনীতিতে।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরজেডি নেতা তথা বিহার রাজনীতির নয়া তারকা তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, দেশের বেকারত্বের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে বিহার। জনগণ অপেক্ষা করতে নারাজ। আগামী এক মাসের মধ্যে প্রতিশ্রুতি মত তারা (বিজেপি- জেডিইউ জোট সরকার) যদি ১৯ লক্ষ কর্মসংস্থান দিতে না পারে তবে জনগণের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সদ্যসমাপ্ত বিহার বিধানসভা নির্বাচনের সময় বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান অন্যতম জ্বলন্ত প্রসঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছিল। নির্বাচনের সময় ১৯ লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি বিজেপি-জেডিইউ জোটের তরফের দেওয়া হয়েছিল।

তিওয়া ছাত্র সংস্থা আহূত 'মধ্য অসম বনধ' সর্বাত্মক

মরিগাঁও (অসম), ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে তিওয়া ছাত্র সংস্থা আহূত 'মধ্য অসম বনধ'-এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় তিওয়া স্বশাসিত পরিষদের সাধারণ নির্বাচনকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক এবং অবৈধ আখ্যা দিয়ে নিখিল তিওয়া ছাত্র সংস্থা এবং তাদের সমমতাদর্শী অন্য সংগঠন আজ সোমবার 'মধ্য অসম বনধ'-এর ডাক দিয়েছিল। বনধ-এর প্রভাব জেলা সদর মরিগাঁও এবং উপকণ্ঠে ব্যাপক পড়েছে। ওই সব অঞ্চলে দোকানপাট আজ খোলেনি, রাস্তায় নেই কোনও ধরনের যাত্রীবাহী যানবাহনও। তবে সরকারি অফিস-কাছারি খোলা থাকলেও কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল অতি নগন্য।

রাজধানী গুয়াহাটি সংলগ্ন পাঁচ জেলাকে নিয়ে স্টেট ক্যাপিটাল রিজিওন (এসসিআর) গঠন করতে ২০১৭ সালে আইন প্রণয়ন করেছিল অসম সরকার। সে অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে স্টেট ক্যাপিটাল রিজিওন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এসসিআরডিও)। এবার এসসিআরডিও-র আওতা থেকে তিওয়া স্বশাসিত পরিষদের অন্তর্গত কামরূপ মেট্রো জেলার ডিমরিয়া এবং মায়ং রাজস্ব সার্কলের জাগিরোড উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে কর্তন করা, তিওয়া জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে তিওয়া স্বশাসিত পরিষদের অন্তর্ভূক্ত অজনজাতি গ্রামগুলিকে কর্তন করার দাবিতে ধারা আন্দোলন করছে নিখিল তিওয়া ছাত্র সংস্থা। ওই সব দাবির ভিত্তিতে সংগঠিত আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ আজ ২৩ নভেম্বর মধ্য অসম বনধ-এর ডাক দিয়েছিল তিওয়া ছাত্র সংগঠন ও তাদের সমমতাদর্শী সংগঠনগুলি। এছাড়া আগামী ১৭ ডিসেম্বর তিওয়া স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন বয়কটেরও আহ্বান জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

অভিমান শেষ, দিলীপ ঘোষকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : বিজেপি-র রবিবারের বিজয়া সম্মিলনীতে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হলেও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্রাত্য রাখার অভিযোগ উঠেছিল। এটাকে ঘিরেই শুরু হয় মান-অভিমান। সোমবার বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ বৈশাখীর সঙ্গে ফোনে কথা বলতেই এক ঝটকায় নিভে গেল বিতর্কের আগুন। দিলীপবাবুকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ করলেন বৈশাখী।

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই জানিয়েছেন, দিলীপদা অনেকবার ফোন করেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি বলে আমি শুনেছি। তাই আমি নিজেই ফোন করেছিলাম। দিলীপদাও তখন একই কথা বললেন। একটা বিভাজনের চেষ্টা দলের ভিতরেই কেউ কেউ করছিলেন। এবং তার দায়টা দিলীপদার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু আমি ফোন করতেই সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। আগামী দিনে দিলীপদার নেতৃত্বেই আমরা দলের হয়ে কাজ করব।'

বিজেপিতে গুরুত্ব বাড়ছে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এ বছরের শেষের দিকেই বিজেপির হয়ে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাবে শোভনবাবুকে। তাঁকে সক্রিয় করার চেষ্টায় বিজেপি নেতৃত্ব শুক্রবার রাতে শোভন-বৈশাখীর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁদের ফ্ল্যাটে যান বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অরবিন্দ মেনন এবং রাজ্য সম্পাদক রাজ্য সাধারণ (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

শনিবার নিজে মুখেই দিলীপ ঘোষ জানান, ''শোভনদা ভারতীয় জনতা পার্টিতে রয়েছেন। উনি কীভাবে কাজ করতে চান, তা নিয়ে কথা বলতে উনার বাড়িতে আমার দলের নেতার গিয়েছিলেন। তিনি এত বছরের প্রবীণ নেতা। আশা করি একুশের ভোটে আমরা তাঁকে লড়াইয়ে পাব।''

কিন্তু রবিবার রাজ্য বিজেপির নেতৃত্বের ডাকা বিজয়া সম্মিলনীর প্রীতিভোজ শোভন-বৈশাখি এড়িয়ে যান। সেই প্রীতিভোজের জন্য রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব শোভনবাবুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু আলাদা করে বৈশাখীকে ফোন আর কেউ করেনি। এতেই শোভন-বৈশাখীর ধারনা হয় কলকাতার প্রাক্তন মেয়রকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার ছিঁটেফেঁটা গুরুত্বও পাচ্ছেন না তাঁর বান্ধবী। আর তাই শোভন গেলেনই না রাজ্য বিজেপির আমন্ত্রণে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে শোভনবাবুর তাহলে এখন অবস্থানটা ঠিক কী? তিনি বিজেপিতে আছেন না নেই!

এই পরিস্থিতিতে শোভনবাবুর রাজনৈতিক ভবিষ্যত কী হবে! তার থেকেও বড় প্রশ্ন, সর্বত্র বৈশাখীকে গুরত্ব দিতে গিয়ে শোভনবাবু নিজেই ব্রাত্যের তালিকায় চলে যাবেন না তো? শোভনবাবু অবশ্য এই সব বিষয় নিয়ে একদমই ভাবছেন না। বরঞ্চ বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর সমান গুরুত্বই বৈশাখীকেও দিতে হবে। আর এখানেই রাজ্য বিজেপির নেতাদের প্রশ্ন, বৈশাখী কে? তাঁর কোনও রাজনৈতিক পরিচিতি নেই। তিনি কোনওদিন প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেননি। তিনি অধ্যাপিকার পাশাপাশি শোভনবাবুর বান্ধবী। শোভনবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বে জড়ানোর আগে ও তাঁকে কেন্দ্র করে শোভনবাবুর সংসারে অশান্তি শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত রাজ্যের কেউ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনতই না। আজও বৈশাখীর সেটাই পরিচয়। কিন্তু সোমবার দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বৈশাখীর কথার পর কেটে গেল অমানিশা। খুশি দু'পক্ষই।

বাঁকুড়া সফরে এসে কেন্দ্রকে কন্দ্রকে চড়া সুরে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

বাঁকুড়া, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : বাঁকুড়া সফরে এসে কেন্দ্রকে চড়া সুরে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুরে খাতড়ার সিধু কানু স্টেডিয়ামে প্রশাসনিক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বারেবারে কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। এদিনের সভায় তার বক্তব্য বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক সভায় পর্যবসিত হয়। এদিনের ভাষণে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাঁকুড়া সফরের যেমন সমালোচনা করেছেন তেমনি বিরসা মুন্ডা মূর্তিতে মাল্যদানকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত বিতর্ক নিয়েও মন্তব্য করেন।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা প্রাক্তন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বাঁকুড়া সফরে এসে আদিবাসী বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন সারেন সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে তিনি বলেন তিনি আদিবাসী বাড়িতে ভাত খাননি পাঁচতারা হোটেল থেকে বাসমতি চালের খাবার এনে তিনি আদিবাসী বাড়িতে খেয়েছেন। বাঁকুড়া সফরে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদানকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন তিনি বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মালা দেননি মালা দিয়েছেন শিকারীর মূর্তিতে এটাতে সমগ্র আদিবাসী সমাজকে অপমান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করে বলেন আদিবাসী সমাজের মর্যাদা বোঝে না তাই রাজ্য সরকার আগামী বছর থেকে বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করছে।

রাজ্যে ইমাম ভাতা নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটাতে তিনি বলেন রাজ্যে পুরোহিত ভাতা চালু হয়েছে পুরোহিতদের অবস্থার কথা জানি তাদের এবার থেকে সম্ভব হলে দু হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে যদি সরকারের ভাড়ার ঠিক থাকে।

বর্তমানে রাজ্যে আলু ও পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে তিনি কেন্দ্রকে দোষারোপ করেন।তিনি বলেন এখন আলু পেঁয়াজ ও কেন্দ্র নিয়ে নিচ্ছে আগে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকায় ছিল এখন সেই তালিকা থেকে আলু পেঁয়াজকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার এমন আইন করেছে এবার থেকে আর আলু ভাত ও জুটবে না।বর্তমানে উদ্ভূত করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে তিনি কেন্দ্রকে তুলোধোনা করে বলেন করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে এখন কেন্দ্রীয় সরকার নাটক করছে।

এদিনের সভায় তিনি রাজ্য বিজেপিকেও কঠোর সমালোচনা করে বলেন রাজ্যের হামলা আর মামলা আমদানি করছে।কিছু হলেই গ্রামে-গঞ্জে হামলা চালাচ্ছে আবার কোন পরিকল্পনা কোন প্রকল্প হলে তাকে বাধা দিয়ে মামলা করা হচ্ছে। তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্য করে বলেন সামনে ভোট আসছে আপনাদেরকে টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করবে অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেওয়া হবে, জেনে রাখবেন ওই টাকা আপনার আমার টাকা, যদি টাকা দেয় তাহলে সেই টাকা নিয়ে নিন কিন্তু ভোট ওদেরকে দেবেন না। তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের উল্লেখ করে বলেন এবার থেকে মানুষের দরজায় দরজায় যাবে সরকার।

ছয়ের পাতায়

সোমবার আগরতলায় টিআরটিসি মোর্টস ওয়ার্কাস ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

আলুর ভালো মন্দ যাচাই

আলু খেয়ে ভাতের ওপর চাপ কমাতে চাইলে বরং জেনে নিন ভালো আলু চেনার উপায়।

আগে যা করতে হয়নি এখন এই গৃহবন্দি জীবনে হয়ত অনেক কিছুই করতে হচ্ছে।

বাজার করা, সবজি সংরক্ষণ বা রান্না করার মতো বিষয়গুলো যাদের ক্ষেত্রে নতুন তারা-সহ সবাকেই জানানোর জন্য আলু-বিষয়ক সাধারণ কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হল।

আর তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কৃষি ও পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে।

হয়ত অনেকেই ভাববেন এত সবজি থাকতে আলু কেন?

কারণ আলু এমনই এক সবজি যা যেকোনভাবেই খাওয়া যায়। সহজে রান্না করা যায়। আর সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে টেকেও অনেকদিন।

আলু খারাপ কিনা তা বোঝার উপায়

আলুতে কোনো রকম ছত্রাক দেখা দিলে তা কোনোভাবেই খাওয়া ঠিক নয়। কারণ ছত্রাকের অংশ কেটে ফেললেও এর ভেতরে ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ে।

যদি আলু কিছুটা নরম হয় বা অঙ্কুরিত থাকে তাহলে কী করবেন? মনে রাখতে হবে যতক্ষণ আলু দেখতে টানটান লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা রান্না করা যাবে। আলুর ৮০ শতাংশ পানি। তাই নরম হওয়ার মানে হল আলুর ভেতর পানি শুকাচ্ছে। তবে খুব বেশি নরম বা সংকুচিত হলে তা না খাওয়াই ভালো।

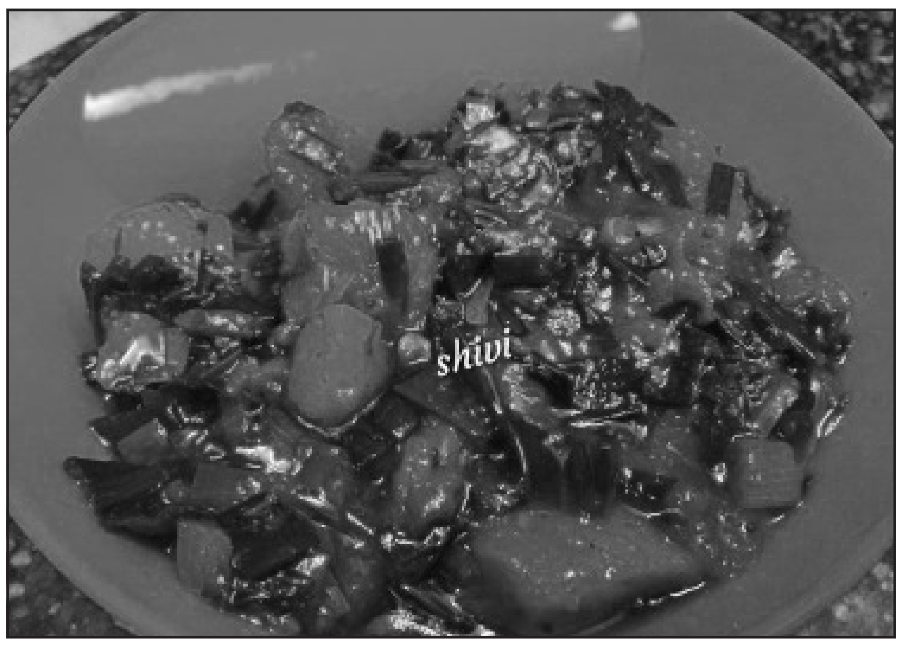

সবুজাভ রং হলে

আলুর রং সবুজ হয়ে আসলে তা খাওয়া ঠিক নয়।

'ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'র তথ্যানুসারে অনুসারে, আলুর ওপরে সবুজভাব দেখা দেওয়া মানে হল এতে বিষাক্ত যৌগ সোলেনিন রয়েছে। যা মাথা ব্যথা, বমি-বমিভাব এবং স্নায়ুবিক নানান সমস্যার কারণ হতে পারে।

ইউএসডি আরও জানায়, সবুজভাব যদি কেবল আলুর ত্বকে দেখা দেয় তবে তা ফেলে দিয়ে আলু খাওয়া যাবে। কিন্তু আলুর ভেতরের অংশে যদি সবুজভাব প্রবেশ করে তবে তা না খাওয়া উচিত। কারণ এই অংশ তিতা স্বাদযুক্ত।

সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে আলু কয়েক সপ্তাহ এমনকি এক মাসও ভালো থাকে।

- কেনার সময় দাগ মুক্ত, কাটা বা ছোপ নেই এমন আলু বেছে নিন।
- কেনার পরে আলু প্লাস্টিকের ব্যাগে না রেখে বাতাস চলাচল করে এমন প্যাকেটে রাখুন।
- রান্নার প্রয়োজন ছাড়া আলু ধোয়া যাবে না। আলুর খোসার ওপর জমে থাকা ময়লা একে অকালে পচে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং আর্দ অবস্থায় আলু সংরক্ষণ করা হলে তা ছত্রাকের সৃষ্টি করতে পারে।
- আলু ঠাণ্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন, ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় নয়। ৪৫-৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইট তাপমাত্রা আলু সংরক্ষণের জন্য উপযোগী। খুব বেশি শীতল স্থানে (রেফ্রিজারেটরে) রাখালে তা আলুর স্বাদ ও গঠনে পরিবর্তন আনে। ৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইটের ওপরে আলু সংরক্ষণ করা হলে তা আলুর পানিশূণ্যতার সৃষ্টি করে।
- অতিরিক্ত সূর্যালোকের কারণে আলু সবুজ হয়ে যেতে পারে। তাই একে সূর্যালোক থেকে খনিকটা দূরে অন্ধকার স্থানে রাখা উচিত।
- আলু ও পেঁয়াজ কখনই এক সঙ্গে রাখবেন না। কারণ পেঁয়াজ এক ধরনের গ্যাস নিঃসরণ করে যা আলুর দ্রুত পচনের জন্য দায়ী।

পেঁয়াজ সংরক্ষণের উপায়

দাম দিয়ে কেনা পেঁয়াজ যেন বহুদিন টেকে সেজন্য রাখতে হবে শুষ্ক পরিবেশে।

আস্ত পেঁয়াজ আর খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ সংরক্ষণ পদ্ধতি আলাদা।

খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

শুষ্ক রাখতে হবে: পেঁয়াজ সংরক্ষণের প্রথম শর্ত হল এটা শুষ্ক ও পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখতে চাইলে আলো বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় রাখা উচিত। এতে পেঁয়াজ অনেকদিন সজীব এবং ভালো থাকবে।

ঝুড়িতে রাখা: প্লাস্টিকের ব্যাগ বা রেফ্রিজারেইটরে রাখার চেয়ে ঝুড়িতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা ভালো। না হলে পেঁয়াজের সতেজ ভাব কমে যায় এবং অন্যান্য সবজির সঙ্গে রাখা হলে তার মানও খারাপ হয়ে যায়। ঝুড়িতে পেঁয়াজ রাখতে না পারলে জালের ব্যাগ বা বাঁশের তৈরি পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

পেঁয়াজের আচার: পেঁয়াজ অনেকদিন ভালো রাখার আরেকটি উপায় হল তা আচার করে রেখে দেওয়া। একটা কাচের পাত্রে ভিনিগার, লবণ ও মসলা দিয়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করুন। এটা খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি অনেকদিন ভালোও থাকবে।

রেফ্রিজারেটরে নয়: আস্ত, খোসা সহ পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে তা ভুলেও রেফ্রিজারেইটরে রাখা যাবে না। কারণ এটা আর্দতা, গ্যাস, ময়েশচারাইজার ইত্যাদি শুষে নিয়ে দ্রুত পচন ধরে। তাই পেঁয়াজ অনেকদিন সতেজ রাখতে শুষ্ক আবহাওয়ায় সংরক্ষণ করুন।

খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ: এই ক্ষেত্রে উপরের পদ্ধতি কার্যকর নয়। বরং পেঁয়াজ কুচি করে কেটে বায়ুরোধী পাত্রে রেফ্রিজারেইটরে সংরক্ষণ করলে অনেকদিন ভালো থাকবে।

রান্না করা পেঁয়াজ সংরক্ষণ: খাবারের স্বাদ বাড়াতে পেঁয়াজের জুড়ি নেই। খাবার মজাদার করতে পেঁয়াজ কুচি করে কেটে, ভেজে তা উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন। তবে ভাজা পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে খেয়াল রাখবেন তাতে যেন কোনো রকম পানি জমাট বেঁধে না থাকে। আর্দতা পেঁয়াজের সতেজভাব ও উপকারিতা নষ্ট করে ফেলে।

এখনও যা জানার বাকি

ঘরবন্দি মানুষের মনে হতেই পারে, এই দুঃসময় চলছে বহু যুগ ধরে; কিন্তু এই বিশ্ব আসলে নতুন করোনাভাইরাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে।

এই তিন মাসে নভেল করোনাভাইরাস বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমত সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তারপরও এ ভাইরাসের অনেক দিক এখনও তাদের বোঝার বাকি।

আতঙ্ক আর সচেতনার অভাবে মানুষ কান দিচ্ছে নানা গুজবে। বিজ্ঞানীদের মত সাধারণ মানুষের মধ্যেও রয়েছে নানা প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজছে পুরো বিশ্ব।

এক প্রতিবেদনে এমন কিছু প্রশ্ন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে বিবিসি।

আসলে আক্রান্ত কত?

এটা খুবই মৌলিক প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা সহজ নয়।

ইতোমধ্যে পরীক্ষা করে লাখ লাখ মানুষের শরীরে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তবে গবেষকদের অনেকেরই ধারণা, ওই সংখ্যাটি মোট আক্রান্তের একটি অংশ মাত্র।

শীতকালে জ্বর-সর্দি সহজেই কাবু করে মানুষকে। গরমে এই সমস্যা কম হয়। তবে গরমকালে নভেল ভাইরাসের সংক্রমণ কমবে কি না- নিশ্চিত করে তার উত্তর দেওয়ার মত প্রমাণ গবেষকরা এখনও পাননি।

যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঋতু বদল এই ভাইরাসের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রভাব যদি থেকেও থাকে, তা সাধারণ জ্বর-সর্দি বা ফ্লুর ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে প্রভাব, তারচেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

গরমে যদি সংক্রমণের হার সত্যি সত্যি অনেক কমে যায়, তাহলে এই আশঙ্কাও থাকবে যে শীতে হয়ত সংক্রমণের হার আবার বেড়ে যাবে। আর ওই সময়টায় এমনিতেই হাসপাতালে সাধারণ ফ্লুর রোগীর ভিড় লেগে থাকে।

কারো কারো অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয় কেন?

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগীই মৃদু অসুস্থতা অনুভব করেন। তবে ২০ শতাংশের অসুস্থতা গুরুতর রূপ পায়।

এর একটি কারণ হতে পাারে ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ওই ক্ষমতা

বিষয়টিকে আরও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে সেই সব রোগীদের সংখ্যা, যাদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটেছে, কিন্তু উপসর্গ সেভাবে প্রকাশ পায়নি।

কারও শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে সাধারণভাবে তার শরীরে ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি হয়। যদি সেই এন্টিবডি তৈরি করার একটি ভালো পদ্ধতি পাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত আক্রান্তের সংখ্যা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পাওয়া যাবে।

কতটা প্রাণঘাতী এ ভাইরাস?

কত মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটেছে তা নিশ্চিত করে জানা না গেলে মৃত্যুহারও সঠিকভাবে বলা সম্ভব না। বিভিন্ন দেশে আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান হিসাব ক রে বলা যায়, এখন পর্যন্ত মৃত্যুহার ৫ শতাংশের কম। তবে আক্রান্ত হলেও উপসর্গ দেখা যায়নি এমন রোগীর সংখ্যা বেশি হলে মৃত্যুহার কমে আসবে।

উপসর্গ আসলে কী কী

জ্বর ও শুকনো কাশিই নভেল করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর প্রাথমিক উপসর্গ, যেগুলো থাকলে সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

এছাড়া গলাব্যথা, মাথাব্যথা এবং কারো কারো ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার মত উপসর্গের কথাও এসেছে। কিছু ঘটনায় রোগীর গন্ধ নেওয়ার ক্ষমতা লোপ পাওয়ার কথাও এসেছে।

আবার সর্দি কিংবা হাঁচির মত উপসর্গ, যেগুলো সাধারণ ফ্লুতে দেখা যায়, সেরকমও অনেকের মধ্যে দেখা যেতে পারে।

গবেষণা বলছে, উপসর্গ প্রকাশ না পাওয়ায় অনেকেই হয়ত নিজেদের অজ্ঞাতে ভাইরাসটি বহন করছেন এবং অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

শিশুদের থেকে এই ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি কতটুকু?

শিশুদের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটবে না এমন নয়। তবে পরিসংখ্যান বলছে, এই ভাইরাসে শিশুদের আক্রান্ত হওয়া বা মৃত্যুর হার অন্য বয়সশ্রেণির তুলনায় অনেক কম।

ঝুঁকির বিষয় হচ্ছে, শিশুদের থেকে বড়দের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ তারা বড়দের কাছে যায়, মাঠে খেলতে যায়।

আক্রান্ত ও মৃত্যুর মিছিল বাড়িয়ে চলা কভিড-১৯ শিশুদের মাধ্যমে কতটা ছড়াচ্ছে, সেই চিত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে।

নভেল করোনাভাইরাস কোথা থেকে এল

গত ডিসেম্বরের শেষে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে এক বাজার থেকে এই ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়, যেখানে বন্যপ্রাণীও কেনাবেচা হত।

সার্সের করোনাভাইরাসের জ্ঞাতি ভাই এ নতুন ভাইরাসকে সার্স-সিওভি-২ নামেও ডাকা হচ্ছে। বাদুরে এই ভাইরাস দেখা গেলেও একটি মধ্যবর্তী কোনো প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের শরীরে এসেছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু সেই যোগসূত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে। আর যতদিন তা অজানা থাকবে, নতুন প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি থেকেই যাবে।

গরমে ভাইরাসের প্রকোপ কমে আসবে?

যার যত সক্রিয়, তার মধ্যে অসুস্থতার মাত্রা হয়ত তত কম। এক্ষেত্রে জেনেটিক গঠনও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এ বিষয়গুলো বোঝা গেলে রোগীকে আইসিইউতে না রেখেও চিকিৎসা দেওয়ার পথ পাওয়া যেতে পারে।

একবার সেরে উঠলে আবার হতে পারে?

এ বিষয়ে যত জল্পনা কল্পনা আছে, প্রমাণ তেমন কিছুই বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। এ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কারও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা একবার জয়ী হলে, সেই এন্টিবডি যে স্থায়ী হবে, সেই নিশ্চিয়তাও তাই পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরাদের মধ্যে কারও কারও পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার খবর কিছু জায়গায় এসেছে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ভুল থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অর্থাৎ এমন হতে পারে যে, পরীক্ষায় করোনাভাইরাস নেগেটিভ আসায় রোগীকে যখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তখনও হয়ত তার মধ্যে সংক্রমণ ছিল।

আর এই ভাইরাসের সঙ্গে গবেষকদের পরিচয় যেহেতু মাত্র তিন মাসের, সেহেতু নিশ্চিত করে কিছু বলার মত পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তও গবেষকদের হাতে নেই।

তবে ভবিষ্যতে এ ভাইরাসকে মোকাবেলা করার জন্যই এন্টিবডির বিষয়ে ফয়সালা হওয়াটা জরুরি।

এ ভাইরাস কি নিজেকে বদলাচ্ছে?

ভাইরাসের ক্ষেত্রে জিনগত পরিবর্তন খুব সাধারণ ঘটনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনকাঠামোতে ওই পরিবর্তন খুব বড় কোনো পার্থক্য তৈরি করে না।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে যত দিন যাবে, এ ভাইরাস মানুষের জন্য তত কম ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তবে সেটা যে হবেই, সেই নিশ্চয়তাও দেওয়া সম্ভব না।

সমস্যাটা হচ্ছে, এ ভাইরাস যদি নিজেকে বদলে ফেলতে পারে, তাহলে শরীরে আগে তৈরি হওয়া এন্টিবডি হয়ত আর তাকে চিনতে পারবে না। তখন পুনরায় সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে।

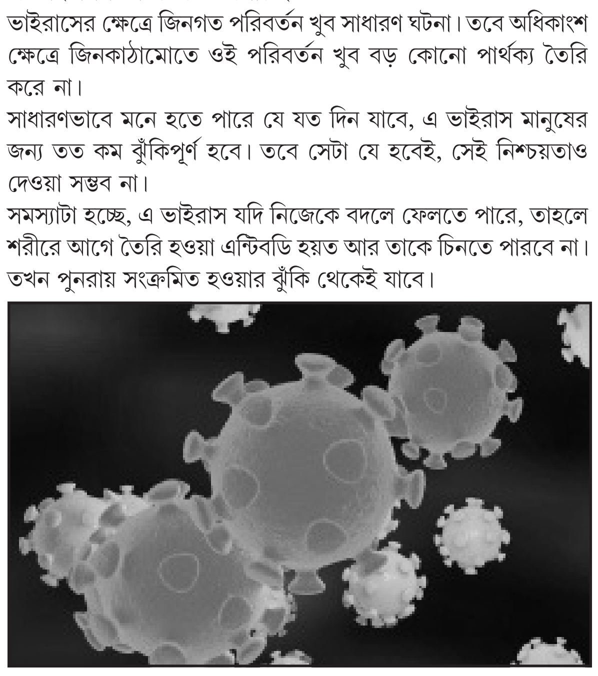

করোনাভাইরাস: বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখকর নয় গবেষণার ফল

বাড়ির পোষা বিড়ালটিও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং এক বিড়াল থেকে আরেক বিড়ালে এই ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে বলে একটি গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছে সিএনএন।

গবেষণার এই তথ্য বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখকর নয়, তবে এখনই এটা নিয়ে বিচলিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ওই গবেষণার বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বেজিতেও নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে, যদিও তা এই প্রাণীর কোনো ক্ষতি করে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। অপরদিকে কুকুরে এই ভাইরাস সংক্রমণ ঘটে না বলেই মনে হচ্ছে। পাঁচটি কুকুরের মলে ভাইরাস দেখা গেলেও সেগুলোর দেহে সংক্রমণ ঘটার মতো কোনো ভাইরাস পাওয়া যায়নি। এছাড়া শুকর, মুরগি ও হাঁসও এই ভাইরাসের জন্য ভালো জায়গা নয়।

এখনই বিড়ালপ্রেমীদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। নভেল করোনাভাইরাসে পোষা প্রাণী খুব অসুস্থ বা মারা যায় এমন কোনো প্রমাণ এখনও নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ মেডিকেল সেন্টার চিলড্রেনস হসপিটাল অব পিটসবার্গের পেডিয়াট্রিক ইনফেকশাস ডিজিজেস বিভাগের প্রধান ডা. জন উইলিয়ামস সিএনএনকে বলেন, "মানুষ যেন তার পোষা প্রাণীটিকে জড়িয়ে ধরা ছেড়ে না দেয়। এই গবেষকরা বিড়ালে নাসারন্ধ্র দিয়ে 'হাই কনসেনট্রেশনের' ভাইরাস প্রবেশ করিয়েছিল, যা ছিল একেবারেই কৃত্রিম।"

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিড়ালের করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে কি না তা বোঝার জন্য এই পরীক্ষায় আট মাসের পাঁচটি পোষা বিড়ালের নারারন্ধ্রে ভাইরাস প্রয়োগ করাহয়।

এর ঠিক ছয় দিন পর দুটি বিড়াল মারা যায়। তাদের শ্বাসতন্ত্রে ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল।

ভাইরাস প্রয়োগ করা বাকি তিনটি বিড়ালকে একটি খাঁচায় পুরে রাখা হয়। এর পাশে আরেকটি খাঁচায় রাখা হয় তিনটি সুস্থ বিড়ালকে।

কিছু দিন পর পরীক্ষা করে ওই তিনটি সুস্থ বিড়ালের একটিকে করোনাভাইরাস পজিটিভ পাওয়া যায়। অন্য দুটি বিড়ালের শরীরে কোনো ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েনি। লালার মধ্য দিয়ে ভাইরাস এক বিড়াল থেকে আরেক বিড়ালে সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোনো বিড়ালের মধ্যেই অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়নি। এমনকি সেগুলোর একটি থেকে আরেকটিতে ভাইরাস সংক্রমিত হলেও বিড়াল মানবদেহে সংক্রমণ ঘটাতে পারে তা বোঝায় না।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মার্চে বেলজিয়ামে এক ব্যক্তি ইতালি ভ্রমণ শেষে ফিরে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার পর তার বিড়ালও অসুস্থ হয়।

বিড়ালটির শ্বাসকষ্ট এবং বমি ও মলে উচ্চ মাত্রায় ভাইরাস পাওয়া গেলেও সেটি কোভিড-১৯ না অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তা নিশ্চিত করতে পারেননি গবেষকরা।

প্রায় দুই দশক আগে সার্সের সময়ও দেখা গিয়েছিল বিড়াল এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং একটি থেকে আরেকেটি সংক্রমিত হতে পারে। কিন্তু ২০০২-২০০৪ সালের ওই মহামারীর সময় পোষা বিড়ালের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেনি বা বিড়াল থেকে মানুষে এই ভাইরাস সংক্রমণের কোনো ঘটনা জানা যায়নি।

আমেরিকান ভেটেরিনারি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, "দুটো কুকুর (হংকং) এবং একটি বিড়ালের (বেলজিয়াম) সার্স-সিওভি-২ সংক্রমণ হয়েছে বলে খবর হলেও সংক্রামক ব্যধি বিশেষজ্ঞ এবং একাধিক আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ মানুষ ও পশুর স্বাস্থ্য সংস্থা একমত যে, গৃহপালিত প্রাণী মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঘটাচ্ছে বলে ইঙ্গিত দেওয়ার মতো কোনো প্রমাণ নেই।"

তাদের পরামর্শ, এই ভাইরাস সম্পর্কে আরও তথ্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারও কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা গেলে তিনি যেন এই সময়ে পোষা প্রাণীর কাছে যাওয়া কমিয়ে দেন।

"যদি আপনার পোষা প্রাণীর দেখভাল করা ছাড়া উপায় না তাকে তাহলে মাস্ক পরে নেবেন। নিজের খাওয়া কিছু তাদের দেবেন না, চুমু বা আলিঙ্গন করবেন এবং সেগুলোর সংস্পর্শে যাওয়ার আগে বা পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন।"

বেজির শরীরে থাকতে পারে করোনাভাইরাস

পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে, অসুস্থতার কোনো রকম লক্ষণ ছাড়াই বেজির শরীরে এই ভাইরাস দিব্যি বাস করতে পারে।

গবেষণার বরাতে সিএনএন বলছে, এই প্রাণীর শরীরে ভাইরাসটি সহজেই বংশবিস্তার করতে পারে।

"সার্স-সিওভি-২ বেজির শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশে আট দিন পর্যন্ত বংশবিস্তার করতে পারে। তবে এরপরও বেজির মধ্যে কোনো শারীরিক অসুস্থতা দেখা যায়নি বা মৃত্যু ঝুঁকিও তৈরি হয়নি," বলা হয়েছে গবেষণা প্রতিবেদনে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বেজির শ্বাসতন্ত্রের গঠন অনেকটাই মানুষের মতো। এমনকি ইঁদুরের চেয়েও মানুষের সঙ্গে বেজিরই মিল পাওয়া যায় বেশি।

কভিড-১৯ রোগের ভ্যাকসিন গবেষণায় এই মিল কাজে দেবে বলে মনে করছেন ভানডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষেধক ওষুধ ও সংক্রামক রোগ বিভাগের অধ্যাপক ডা. উইলিয়াম শাফনের।

তিনি সিএনএনকে বলেন, "মানুষের শরীরের মত কাজ করে এমন একটি নমুনা প্রাণী ভ্যাকসিন পরীক্ষার জন্য জরুরি; এতে বোঝা যাবে ভাইরাসটি কীভাবে শরীরকে কাবু করছে।

"আর এক্ষেত্রে বেজি হতে পারে আদর্শ প্রাণি। কয়েক দশক ধরেই ইনফ্লুয়েঞ্জার গবেষণায় বেজির উপর পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।"

সোমবার আগরতলায় ডিএসও সমর্থকরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

১০ বছর হতে চলল এতদিন মানুষের ঘরে যাওয়ার কথা মনে পড়েনি, তৃণমূলকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি স): সোমবার বাঁকুড়ার সভায় ১ ডিসেম্বর থেকে বাড়ির দরজায় সরকারি পরিষেবার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি বলেন, ”১০ বছর হতে চলল এতদিন মানুষের ঘরে যাওয়ার কথা মনে পড়েনি তৃণমূলের” ।

এদিন বাঁকুড়া থেকে নতুন প্রকল্পের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ ডিসেম্বর থেকে বাড়ির দরজায় সরকারি পরিষেবা। প্রতি ব্লকে হবে ক্যাম্প। ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। আদিবাসী পড়ুয়াদের জন্য ১০০ শতাংশ স্কলারশিপ ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, ” আমি যা শুনলাম, যা বুঝলাম তাতে বিডিওরা সকলের বাড়ি বাড়ি যাবে। তার সঙ্গে টিএমসি প্রতিনিধিরা যাবে। সমস্ত প্রতিনিধিরা কেনও যাচ্ছেন না? জঙ্গলমহলেতো আমরা বেশি জিতেছি। পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ তাহলে কেন আমাদের পার্টি লোকেরা যাবে না? এটা কি পার্টি প্রকল্প, নাকি সরকারি প্রকল্প? যদি পার্টি প্রকল্প হয় তাহলে কেনও বিডিও সামিল হবেন? বাংলার গর্ব মমতা প্রোজেক্টের তার নেতারা কেউ বেরোয় নি। রাস্তায় পাবলিকের ভয়ে। কাট মানি ফেরত দিতে হবে বলে। সরকারি অফিসারদের পার্টি প্রচারের কাজে লাগাচ্ছেন।

এটা অপরাধ, এটা ভুল, এটা অন্যায়। আদিবাসী মেয়েদের পড়ানোর কথা বলছেন, এটা বুঝতে ১০ বছর লাগলো। আদিবাসীরা অবহেলিত আছেন। তারা সুবিধা পাননি। মানুষ কি এরপরেও ওনাকে বিশ্বাস করবেন? মরার সময় রাম নাম করে কোনও লাভ নেই। মানুষ ওনার আসল চেহারা বুঝে গেছেন। ভোট এলে আদিবাসী জঙ্গল মহলের কথা মনে পড়ে। ভোটের আগে নতুন প্রকল্প। ১০ বছর হতে চলল এতদিন মানুষের ঘরে যাওয়ার কথা মনে পড়েনি তৃণমূলের। লালগড়ে শবরদের ঘরে ২ টাকা কিলো চাল এখনও পৌঁছয়নি। জঙ্গলমহলের মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছেন”।

মাওবাদী পোস্টার ঘিরে আতঙ্ক খয়রাশোলে

খয়রাশোল, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : বীরভূমের মাওবাদীদের আঁতুড ঘর খয়রাশোল এলাকায় ফের মাওবাদী পোস্টার ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। পোস্টারের পরিস্কার লেখা- ’পুলিশের দাদাগিরি চলবে না। সি আর পি এফ দাদাগিরি চলবে না। ’ সাদা কাগজের উপর লাল কালিতে মাওবাদী লেখা পোস্টারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খয়রাশোলের একাধিক গ্রামে।যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। শাসক দলের অভিযোগ বিজেপি চক্রান্ত করে এই পোস্টার দিয়েছে। যদিও বিজেপির দাবি সরকার ও শাসক দলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দলেরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিনামে এই পোস্টার।

যে খয়রাশোল একসময় ছিল মাওবাদীদের ডেরা ছিল।অবস্থা সামাল দিতে বাম আমল থেকে আজও খয়রাশোলে সি আর পি এফ ক্যাম্প রয়েছে। এবার সেই ক্যাম্প থেকে কিছুটা দুরেই পরল মাওবাদী পোস্টার। সোমবার সকালেই লোকপুর থানা এলাকার খড়িকাবাদ গ্রামের বাস রাস্তার পাশে যাত্রী প্রতীক্ষালযের দেওয়ালে মাওবাদ এক হও লেখা পোস্টারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। গ্রামবাসীদের কথায়, পোস্টারে পরিস্কার লেখা - ’ সি আর পি এফ ও পুলিশের দাদা গিরি চলবে না। হেরাফেরি চলবে না। এবার লাশ পরবে।’ সাত সকালে এমন হুমকি পোস্টারে আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা।

এছাড়াও পার্শবর্তী দেব গঞ্জ গ্রামে জঙ্গল লাগোয়া একটি বাড়ির দেওয়ালেও মাওবাদী পোস্টার দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। মাও পোস্টারের খবর পেতেই পুলিশ গ্রামে গিয়ে পোস্টার ছিঁড়ে দেয়। পাশাপাশি এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশ। তবে ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী খয়রাশোল ব্লকে থেকেই মাও লিঙ্ক ম্যান সহ উচ্চ পর্যায়ের নেতা গ্রেপ্তারও হয়েছিল। ফের মাও পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছে এলাকায় আতঙ্ক। কারন একসময় বীরভূমে মাওবাদীদের হাতে খুন হয়ে যায় একাধিক বাম নেতা। ফলে গ্রামে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পাশাপাশি পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার নেপথ্যে বিজেপির ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “ বিজেপি রাতের অন্ধকারে মাওবাদীদের নামে এই সকল পোস্টার টাঙ্গিয়ে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে। এখানে মাওবাদীর কোন অস্তিত্ব নেই, এটা সম্পূর্ণ বিজেপির কাজ।”

বিজেপির পাল্টা দাবি পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে কারা মাওবাদীদের নামে পোস্টার দিল তা খুঁজে বের করুক। তবে বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, ’এটা তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের ফলেই এই ঘটনা। তৃনমূলের যারা টাকার ভাগ পাইনি তারাই অন্য নেতাদের নামে পোস্টার দিচ্ছে। আর ওরা তো এখন সব কিছু তেই বিজেপি জুজু দেখছে।” জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন,’ কয়কটা পোস্টার পুলিশ দেখেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ওদলাবাড়িতে দিনেদুপুরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়

ওদলাবাড়ি, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়ির দক্ষিণ বিধানপল্লীতে দিনদুপুরে একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাড়ির মালিকের অভিযোগ, খোয়া গেছে প্রায় চার ভরি সোনার গয়না ও নগদ ৬০ হাজার টাকা। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে মাল থানার পুলিশ। সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ১১টার মধ্যেই এই চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি বাড়ির মালিক হারাধনবাবুর। তিনি জানিয়েছেন, এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা গত তিনদিন ধরে অসমের বঙ্গাইগাঁও শহরে রয়েছেন। ব্যবসার কাজে এদিন সকাল ৮টায় বেরিয়ে ১১টা নাগাদ যে তিনি বাড়ি ফিরে আসবেন সেই কথা গতকালই বাড়ির পরিচারিকাকে জানিয়ে তাকেও ১১টার পর বাড়ির কাজের জন্য আসতে বলেছিলেন। সেইমতো বাড়ির মূল দরজায় তালা মেরে বেরিয়ে যান হারাধনবাবু। কিন্তু ১১টা নাগাদ বাড়ি ফিরে এসেই দরজার তালা ভাঙা দেখে চমকে ওঠেন তিনি। দেখেন, ঘরের ভেতরে আলমারি খুলে, লকারে রাখা গয়নার বাক্সগুলো সব খালি অবস্থায় বিছানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। উধাও আলমারিতে রাখা নগদ ৬০ হাজার টাকা। সব দেখে মাথায় হাত তাঁর। এদিকে, চুরির খবর পেয়ে এদিন দুপুরে মাল থানা থেকে পুলিশের একটি দল হারাধন সাহার বাড়িতে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

গাজোলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল মাছবোঝাই ট্রাক

গাজোল, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : মালদার গাজোলের কদুবাড়ি মোড় এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে চাকা ফেটে মাঝরাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল মাছবোঝাই ছোট ট্রাক। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকেলে। ঘটনার জেরে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গাজোল থানার পুলিশ দ্রুত দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটিকে সরিয়ে যানচলাচল স্বাভাবিক করে। ঘটনার পরই পলাতক গাড়ির চালক। গাড়িটিকে আটক করেছে গাজোল থানার পুলিশ।

জানা গেছে, কদুবাড়ি মোড়ের কাছে গাড়িটির পেছনের ডান দিকের চাকা হঠাৎ করেই ফেটে যায়। এরপরই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে চালক। রাস্তার উপরেই পালটি খেয়ে যায় গাড়িটি। এইপরই চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে দুর্ঘটনার পরই এলাকায় আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হাইওয়ে ট্রাফিক অফিস থেকে ছুটে আসেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরাও। সবাই মিলে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। ঘটনার জেরে সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি লেনে। যদিও মুহূর্তের মধ্যেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকাকে ব্যারিয়ার দিয়ে ঘিরে ফেলে পাশ দিয়ে যান চলাচলের ব্যবস্থা করে দেয় পুলিশ। এরপর ক্রেন দিয়ে গাড়িটিকে তোলা হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে এসেছে পুলিশ।

বুধবার থেকে ই-অ্যাডমিট কার্ড ক্লার্কশিপ (পার্ট টু) পরীক্ষার্থীদের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার থেকে ই-অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন রাজ্যের ক্লার্কশিপ (পার্ট টু) লিখিত পরীক্ষার পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষা হবে আগামী ৬ ডিসেম্বর।

করোনা আবহে প্রায় দশ মাস বাদে ক্লার্কশিপের মতো এতবড় পরীক্ষার আয়োজন করতে চলেছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। যোগ্যতা অর্জনকারী প্রার্থী অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বুধবার থেকে অন-লাইনে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন প্রার্থীরা। কমিশনের ওয়েবসাইটে (ন্দ্রত্নদ্ম্স্ত্ব.দ্বন্তুদ্র) গিয়ে প্রথম পর্বের পরীক্ষায় সফল প্রার্থীরা প্রয়োজনীয় তথ্য দিলেই এই অ্যাডমিট কার্ড হাতে পেয়ে যাবেন।

ক্লার্কশিপ (পার্ট টু) প্রথম পর্বের পরীক্ষায় রাজ্যজুড়ে প্রায় সাড়ে ৬ লাখের বেশি প্রার্থী বসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেকে প্রায় ৭০ হাজারের মতো প্রার্থীকে দ্বিতীয় পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষার জন্য বাছা হয়েছে। সবমিলিয়ে রাজ্য সরকারি দফতরে গ্রুপ-সি পদমর্যাদার এই পদে প্রায় হাজার সাত শূন্য পদ রয়েছে। দ্বিতীয় পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের চূড়ান্ত সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। সেখানে সংশ্লিষ্টদের বাংলা ও ইংরেজিতে টাইপ করার দক্ষতা যাচাই করা হবে।

পিএসসির তরফে জানান হয়েছে, একমাত্র এই পদ্ধতিতেই অ্যাডমিট কার্ড পাওয়া যাবে। কমিশনের অফিস থেকে কোনও ডুপলিকেট অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হবে না।

পাইপ ফেঁটে বিপত্তি শনিবার ও রবিবার বন্ধ থাকবে টালার জল

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি স): একই করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। তারই মাঝে এবার পাইপ ফেঁটে বিপত্তি। চলতি সপ্তাহে শনি ও রবি বন্ধ থাকবে টালার জল। সোমবার কলকাতা পুরসভার বর্তমান প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম এমনটাই জানান।

জানা যাচ্ছে,টালা জলাধারে দীর্ঘদিন ধরে একটি পুরনো লিকেজ ছিল। বর্তমানে কোনও রকমের জোড়াতাপ্পি দিয়ে চলছিল কাজ। কিন্তু সেটা এবার সঠিকভাবে ঠিক করার প্রয়োজন। তাই আগামী শনিবার দুপুর থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে টালা ট্যাঙ্ক থেকে জল সরবরাহ। আগামী দু”দিনের মধ্যে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে এই বিষয়ে একটি নোটিফিকেশন বের করা হবে বলে খবর। শনি ও রবি টাওয়ার জল বন্ধ থাকায় উত্তর কলকাতায় সমস্যা হলেও দক্ষিণ কলকাতায় জল সরবরাহে সমস্যা হবে না।

এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম জানান,” এতদিন ধরে টালা জলাধারে লিকেজ ছিল। কিন্তু তা পুরোপুরিভাবে ফেটে যাওয়ায় চারধারে জল ছড়িয়ে পড়ে। তাই এটি স্থায়ীভাবে সারাই করার জন্য আগামী শনিবার ২৪ ঘন্টার জন্য টালা জলাধার বন্ধ রাখা হবে। তবে রবিবার সকালে জল সরবরাহ করার পরে তা আবার বন্ধ করা হবে”।

জনগণকে সচেতন করতে জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন মাস্ক বিলি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি স): দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য অচেনা ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় একপ্রকার নাজেহাল শহরবাসী। এরই মাঝে সোমবার শহরবাসী মেতেছে জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভক্ষণে। জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে শহরবাসীকে সচেতন করতে মাস্ক বিলি কলকাতা পুলিশের।

উৎসবের মরসুমে এখনও মজে রয়েছে শহরবাসী। কিন্তু এরই মাঝে অন্যদিকে ক্রমাগত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। তবে জনগণকে সচেতন করতে ক্রমাগত পথে নেমে লড়ে চলেছে কলকাতা পুলিশ। চোখে দেখা না গেলেও করোনা কতটা ভয়ঙ্কর তা এতদিনে বুঝে গেছে শহরবাসী। শহরবাসীকে করোনা সংক্রমনের হাত থেকে বাঁচাতে ক্রমাগত মাইকিং করে মাস্ক বিলি করে সচেতন করতে চাইছে পুলিশ। তাই এদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে মাস্ক বিলি কলকাতা পুলিশের। কেউ মাস্ক না পড়লেই তাকে কলকাতা পুলিশের তরফে মাস্ক দান করে পরতে বলা হচ্ছে।

কোচবিহারে পথ দুর্ঘটনায় মৃত স্বাস্থ্যকর্মী

কোচবিহার, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : কোচবিহার-২ ব্লকের পুন্ডিবাড়ি থানা এলাকার ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক স্বাস্থ্যকর্মীর। সোমবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পুন্ডিবাড়ির দিক থেকে কোচবিহারের দিকে স্বাস্থ্য দফতরের একটি গাড়িতে করে বেশ কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী আসছিলেন। অন্যদিকে, কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল একটি বড়ো বাস। ঢিগারপুলে গাড়িদুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান গাড়িতে থাকা এক স্বাস্থ্যকর্মী। সেখানে থাকা বাকি তিনজন গুরুতর আহত অবস্থায় এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাসটিকে আটক করেছে পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। চালককেও আটক করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

রামপুরহাটে শিল্পার কারখানায় আগুন, ভস্মীভূত রেলের মজুত থাকা ইলেকট্রিক যন্ত্রাংশ

রামপুরহাট, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল রেলের মজুত থাকা ইলেকট্রিক যন্ত্রাংশ ও ইলেকট্রিক কেবল।সোমবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট চাঁদমারি এলাকায় শিল্পার কারখানার কাছে মজুদ করে রাখা রেলের কেবল ও যন্ত্রাংশ।

এদিন বিকেলে হঠাৎই দাউ দাউকরে জ্বলতে শুরু করে শিল্পার কারখানায় থাকা রেলের কেবল ও যন্ত্রাংশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রামপুরহাট দমকল বাহিনীর ইঞ্জিন।তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। কি ভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে রেলপুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে। রেলের বড় কর্তারাও ঘটনা স্থলে আসছে বলে জানা গেছে।

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার জন্মদিনে শুভেচ্ছা অমিত শাহ ও জাভড়েকরের

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি. স.): লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার জন্মদিনে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, ” লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা। সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। অধিবেশন সঞ্চালনা এবং সংসদের গরিমা বজায় রাখতে আপনার ভূমিকা অদ্বিতীয়। রাষ্ট্র ও মানব সেবার জন্য ভগবান আপনায় নিরন্তন শক্তি প্রদান করুক।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর প্রকাশ জাভড়েকর নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতের সপ্তদশ অধ্যক্ষ হলেন বছর ৫৭ ওম বিড়লা। কোটা- বুন্দি লোকসভা কেন্দ্রের এই সাংসদ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অধিবেশন কার্য চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

ভারতে ১৩.২৫ কোটি ছাড়াল করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১৩.২৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। স্বস্তি দিয়ে সুস্থতার সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে ভারতে। ভারতে সুস্থতার হার ৯৩.৬৮ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৩,২৫,৮২,৭৩০-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৮.৪৯ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ নভেম্বর (রবিবার সারা দিনে) ভারতে ৮,৪৯,৫৯৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৩,২৫,৮২,৭৩০ টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গগৈ অতি সংকটজনক, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের সব সরকারি কার্যসূচি বাতিল, রওয়ানা গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে

গুয়াহাটি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের দ্রুত স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল যাবতীয় সরকারি কার্যসূচি বাতিল করে ডিব্রুগড় থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জরুরি ভিত্তিতে এই খবর জানানো হয়েছে।আজ সোমবার সকালে অসমের দীর্ঘ সময়ের পোড় খাওয়া রাজনীতিক টানা পনেরো বছরের মুখ্যমন্ত্রী (প্রাক্তন)-র পুনর্জীবন কামনা করে ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। তাঁকে শীঘ্র সুস্থ করে তুলতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি।

জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে নেটিজেনদের ক্ষোভ

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : ‘নতুন প্রকল্প বাংলায়, দুয়ারে সরকার-প্রত্যেকের কাছে পরিষেবা’, বাঁকুড়ার প্রশাসনিক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ সব আশ্বাসের পর সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন নেটিজেনরা।

মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের নিউজে প্রতিক্রিয়া রীতিমত ভাইরাল। ২ ঘন্টায় ৪৪৪ মন্তব্য, যার অধিকাংশই সমালোচনা বা বিরোধিতা। তপন ব্যানার্জী প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, “মমতা ব্যানার্জী বাংলার মানুষকে যদি লিখেও দেয় তাও মানুষ তৃণমূল কে ভোট দেবে না।“ অপর্ণা দাস লিখেছেন, “তার মানে সরকার এতদিন মানুষের সাথে ছিল না...আর এবার দুয়ারে দুয়ারে এলে বাংলার মানুষ হতে ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ! পৃথিবীর এক নম্বর মিথ্যাবাদী বাচাল ....।“

চাঁদু মন্ডল লিখেছেন, “কুড়ি টাকার মদের গুন। “ সুমন সামন্ত লিখেছেন, “কোনো টেট নেই চাকরি নেই, ফ্রি রেশন। ভোট আসছে তো তাই এত কিছু। আমরা চাই কর্মসংস্থান।“ অভিষেক মুখার্জী লিখেছেন, “ফ্রি রেশন চুরি। “ গৌতম দাস লিখেছেন, “ভাসন ও রেশন কোনোটায় চাই না। চাকরি চাই বস। কাজ করে সংসার চালাতে চাই। ফিরি রেশন চাই না। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য লিখেছেন, “ঠিক সিঙ্গুরের চকলেট খেয়ে অনশন করার মতো, কি বলেন ?“

কমল বর লিখেছেন, “হাজার চেষ্টা করেও আপনার পতন কেউ আটকাতে পারবে না! আপনার সময় এখন শেষের দিকে!“ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন, “মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে ৫ কেজি করে চাল দেবেন বিনা পয়সায়। একজোড়া জুতো। একটা সাইকেল। বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি চাই, চাকরি দিন। ধাপ্পা নয়।“ বিদেশ মন্ডল লিখেছেন, “বাঁকুড়ায় কোন জায়গার পরিযায়ী শ্রমিক কাজ পেয়েছে বলবেন একটু? যেসব মানুষ বাড়ি ছিল সে সব মানুষই কাজ পেয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিক কোনও কাজ পায়নি, বাঁকুড়া জেলা তালডাংরা থানার শালতোড়া পঞ্চায়েতের কতজন মানুষ কাজ পেয়েছে একটু খবর নিয়ে দেখুন তো।“

সন্তু বিক্রম লিখেছেন, “নিজেই তো হওয়াই চপ্পল পরে আইফোন এর নিউ এডিসন ব্যাবহার করেন। হেলিকপ্টার করে ঘুরে বেড়ান। হাওয়াই চপ্পলটা শুনেছি বিশেষ ব্র্যান্ডের, নীল সাদা শাড়িটা শুনেছি বিশেষ ভাবে তৈরি যা কী অনেক দামী। মন দিয়ে নিজের কাজ করুন বিজেপি-র পিছনে পড়ে না থেকে। সাধারণ মানুষ খুব বিরক্ত চাকরী সাস্থ্য নিয়ে, বিশেষ করে আমরা যুবকরা। এমএ বিএড করে বসে আছি ,-- জনগণের ভোটে জিতে নেতা মন্ত্রীদের পেট না ভরিয়ে জনগণের কথা ভাবুন, না পারলে সরে যান। দুর্নীতির সাথে সাথে নিজেদের বেতন বাড়িয়ে নিচ্ছেন। গামছা বেচে, চপ বেচে বেশিদিন চলবে না এই রাজনীতি। বামেদের ৩৪ বছরের শাসন হেরে গিয়ে ৭ু হয়েছে, তোমরা হারলে ২ুও থাকবেও না। সব কটা পালাবে।’

দুয়ারে দুয়ারে সরকার এবং কর্মই ধর্ম, জেলা সফরে গিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বাঁকুড়া, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুরু হবে ‘দুয়ারে দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচী। সোমবার বাঁকুড়ার সভামঞ্চ থেকেই একথা জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে বিজেপি-র তরফে বলা হয়েছে, “এবার পদ্মকেই অনুসরণ করলেন মাননীয়া ! ২০১৯ সালে বিজেপি সাংসদ লকেট চ্যাটার্জির টুইটের ’দুয়ারে দুয়ারে পদ্মের আগমনী’ এই ক্যাপশনের সঙ্গে আশ্চর্যজনক মিল রেখে নতুন প্রকল্প শুরু করলেন মমতা ব্যানার্জি ’দুয়ারে দুয়ারে সরকার’ !

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আগামী দিন আরও ২ লক্ষ ছেলেমেয়েকে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার আমরা ব্যবস্থা করছি। এই যে দেখবেন মাছওয়ালা মাছ বিক্রি করে। তাঁরা একটা সাইকেল নিয়ে যায়। পিছনে একটা ঠান্ডা বাক্স থাকে। আমরা ঠিক করেছি সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ২ লক্ষ ছেলেমেয়েকে আমরা একটা করে বাইকের ব্যবস্থা করে দেব। সেই বাইকের পিছনে একটা বাক্স থাকবে। ওই বাক্সে করে আপনারা শাড়ি বিক্রি করতে পারেন। জামা কাপড় বিক্রি করতে পারেন। আলু পেঁয়াজও বিক্রি করতে পারেন। আমরা ওই প্রকল্পের নাম দিচ্ছি ‘কর্মই ধর্ম’। কোনও কাজই খারাপ নয়। এর ফলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ২ লক্ষ মানুষকে কাজের সুযোগ দেওয়া মানে দশ লাখ মানুষের অন্ন সংস্থান করা।”

কানায় কানায় পরিপূর্ণ খাতড়ার সিধু-কানহু স্টেডিয়াম। এখানেই বসে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি পরিষেবা প্রদানকারী সভা। আর এই সভা থেকেই তিনি অমিত শাহকে আক্রমণ করেই সভা শুরু করেন। বিভিন্ন ইস্যুতে আক্রমণ করেন কেন্দ্রকে। সেই সঙ্গে এদিন বক্তব্য রাখার আগে মুখ্যমন্ত্রী জেলার ৩৫৩ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন। একই সঙ্গে জেলার ১২০০ উপভোক্তার হাতে এদিন সরকারি পরিষেবা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী আগামিকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার দুপুর ৩টে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী বাঁকুড়ার রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বসবেন পর্যালোচনা বৈঠকে।

দুর্ঘটনার কবলে দেবের গাড়ি

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি স): চলতি বছর একের পর এক আসছে খারাপ খবর। একদিকে করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। অন্যদিকে আবার একের পর এক তারকাদের মারা যাওয়ার খবর। এইসব আতঙ্কের খবরের মাঝেই সোমবার দুর্ঘটনার কবলে তারকা সাংসদ দেবের গাড়ি।

সূত্রের খবর, সোমবার আচমকাই চন্দ্রকোণা রোডের ডুকিতে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িটি ডুকির কাছে আসে। আর তারপরেই তিন চাকার একটি ইঞ্জিন ভ্যানে ধাক্কা মারে। চন্দ্রকোণা রোডের প্রয়াগ ফিল্ম সিটিতে সিনেমার শুটিংয়ের জন্য গিয়েছিলেন দেব। শুটিং ফ্লোর থেকে ফেরার পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দেবের গাড়ি। তবে, স্বস্তির খবর সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না দেব। তিনি তখন শুটিং ফ্লোরে ছিলেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটির সামান্য ক্ষতি হয়েছে, আর কারুর ক্ষতি হয়নি বলে খবর।

তরুণ গগৈ গোটা রাজনৈতিক জীবনে মানুষের এবং দেশের জন্য কাজ করে গেছেন : অধীর চৌধুরী

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : আমার সহকর্মী এবং মহান নেতা তরুণ গগৈয়ের প্রয়াণ আমার কাছে একটা বড় আঘাত। সোমবার এই মন্তব্য করলেন লোকসভার কংগ্রেস নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।টুইটে অধীরবাবু লেখেন, তরুণ গগৈয়ের চলে যাওয়াটা আমার কাছে একটা যেন শোকের পর্ব। দলের অপূরণীয় ক্ষতি। গোটা রাজনৈতিক জীবনে তিনি মানুষের এবং দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি। ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি দিক।

তরুণ গগৈয়ের প্রয়াণে শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : তরুণ গগৈয়ের প্রয়াণে শোক জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

টুইটে মমতা লিখেছেন, প্রবীন নেতা তরুণ গগৈয়ের প্রয়াণের খবর পেয়ে আমি দুঃখিত। উনি তিন বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর পরিবার, বন্ধু, অনুগামী এবং শুভানুধ্যায়ীদের আমি গভীর শোক জানাচ্ছি।

আজকের অসম মূলত তরুণ গগৈয়ের হাতে তৈরি : প্রদীপ ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অসমকে একটা অন্য রূপ দিয়েছেন তরুণ গগৈ। সোমবার অসমের সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াণে এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য।

প্রদীপবাবু ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে বলেন, “বেশ কিছুদিন ধরে উনি অসুস্থ ছিলেন। আপনার কাছে প্রথম খুব দুঃখের খবরটা শুনলাম। যুব কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন ওঁর সঙ্গে পরিচয়। আমার এবং পঙ্কজ ব্যানার্জীর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল ওঁর। আমার ঘনিষ্ঠতা আরও গাঢ় হয় দিল্লিতে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। এর পর প্রায় তিন দশক নানা সময়ে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে।

আজকের গুয়াহাটি তথা অসম মূলত তরুণ গগৈয়ের হাতে তৈরি। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি অসমে যখন নানা রকম জাতিসঙ্কট তৈরির চেষ্টা করছিল, কড়া হাতে তিনি তা প্রতিরোধ করেছিলেন। কংগ্রেসের রাজনীতিতে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অসমের বাইরে দলের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে ওঁর ভাল সম্পর্ক ছিল।

কেন্দ্র মাছের তেলে মাছ ভাজছে, বেকারদের আমরাই দেখছি, দাবি মমতার

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : "করোনা পরিস্থিতিতে কেন্দ্রে ৪০ শতাংশ বেকারত্ব বেড়েছে আমরা বাংলায় ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমিয়ে দিয়েছি।" সোমবার বাঁকুড়ার জনসভায় এই দাবি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,কেন্দ্র মাছের তেলে মাছ ভাজছে, বেকারদের আমরাই দেখছি। মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছু ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নেন। কার্যত তোপ দাগেন বেকারত্ব থেকে এনআরসি আর খাদ্যপণ্য আইন নিয়ে। বলেন, 'কেন্দ্র বিভিন্ন প্রকল্পের নামে নিয়োগ করছে। তারপর যেই সেই প্রকল্প শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন ছেলেমেয়েরা কাজ হারাচ্ছে। বেকার হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র মাছের তেলে মাছ ভাজছে। করোনা পরিস্থিতিতে অনেক রাজ্যে বেতন কমিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্র এমপি ল্যাডের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে।'
পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "করোনার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মাসে একদিন করে বেতনও কাটা হচ্ছে। কিন্তু এরাজ্যে কারও বেতন, পেনশন বন্ধ হয়নি। রাজ্যের স্কিমে যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের কারও চাকরি আমরা নষ্ট করিনি। উপরন্তু রাজ্য সরকার চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা বাড়িয়েছে। জেনারেল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধসীমা ৪০ বছর, ওবিসি ৪৩ বছর, তফশিলি জাতি-উপজাতির ক্ষেত্রে ৪৫ বছর করা হয়েছে। যেখানে করোনা পরিস্থিতিতে কেন্দ্রে ৪০ শতাংশ বেকারত্ব বেড়েছে আমরা বাংলায় ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমিয়ে দিয়েছি।'

আলু, পিঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : দু-তিনমাস বাদে আলু, পিঁয়াজের দাম কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখবেন।'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার খাতড়ার প্রশাসনিক সভা থেকে এভাবেই তোপ দাগলেন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে।কেন্দ্রকে আক্রমণ শানিয়ে তিনি আমজনতাকে বলেন, 'এর পরে আর কিন্তু আলু ভাতও জুটবে না। নতুন আইন করে দিয়েছে। সব তুলে নিয়ে চলে যাবে। মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে। সব আলু তুলে নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে। মজুরদাররা আর ফাটকাদাররা মুনাফা কামাচ্ছে। দিল্লির সরকার আলুর সরকার। আলু নেই, পিঁয়াজ নেই। এদের আর একটি ভোটও নয়।'একই সঙ্গে একের পর এক মামলা নিয়েও ক্ষোভ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই সব মামলার পিছনে বাম-বিজেপির ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন তিনি। বলেন, 'উৎসব, দুর্গাপুজো, ছটপুজো সব কিছু নিয়ে মামলা করাই এখন বিজেপির কাজ। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো আমরা করি না? সব করি। তা সত্ত্বেও নির্বাচনের আগে অনেকে এসে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করবে। ভোটের আগে অনেক রাজনৈতিক দল আসবে। ব্যাংকে টাকা দেবে। মনে রাখবেন ওই টাকা আপনার টাকা। জমিদারির টাকা নয়। তাই টাকা নিন কিন্তু ভোট দেবেন না।'

ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র-সহ তিন তৃণমূল নেতাকে ইডি-র নোটিশ

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : নারদা-সারদা কাণ্ডে তদন্তের জন্য কলকাতা পুরসভার মুখ্যপ্রশাসক ফিরহাদ হাকিম, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র ও সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সোমবার ইডি-র নোটিশ পাঠানো হল।সূত্রের খবর, এই তিনজনকে তাঁদের আয়-ব্যয়ের হিসেব জমা দিতে বলা হয়েছে। যদিও এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত তাঁরা প্রকাশ্য মন্তব্য করেননি। তবে, তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রতিবারের মত এবারেও শাসক দলে আতঙ্ক ছড়াতেই এই নোটিশ পাঠানো হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

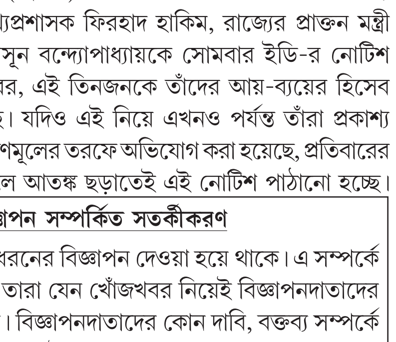

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছত্তিসগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম এক মহিলা সহ তিন মাওবাদী

রায়পুর, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): ছত্তিসগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম তিন সন্দেহভাজন মাওবাদী ঊ সোমবার ছত্তিসগড়ের কাঙ্কের জেলার রাওঘাট থানা এলাকার এই গুলির লড়াইয়ে হতদের মধ্যে আছে একজন মহিলাও। মাওবাদীদের গুলিতে আহত হয়েছেন এক সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-র জওয়ান। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি অটোমেটিক রাইফেল-সহ তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র। নিহত জঙ্গিদের দেহগুলি শনাক্ত করা যায়নি। ছত্তিসগড়ের বিভিন্ন এলাকায় এখনও মাওবাদীদের গতিবিধি যথেষ্ট তৎপর। যা নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্র। বিশেষত জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলিতে প্রায়দিন চোখে পড়ছে মাওবাদীদের সক্রিয় উপস্থিতি। সোমবার রাওঘাট থানা এলাকায় বেশ কয়েকজন সশস্ত্র মাওবাদী লুকিয়ে থাকার খবর পান নিরাপত্তারক্ষীরা। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে অভিযানে যান জওয়ানরা। এলাকায় পৌঁছতেই জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে মাওবাদীরা। পাল্টা জবাব দেয় নিরাপত্তারক্ষীরা। দু"পক্ষের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। জওয়ানদের গুলিতে শেষমেশ তিন মাওবাদী নিহত হয়। বস্তার রেঞ্জ পুলিশের আইজি পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, এ দিন সকালে রাওঘাট থানার অধীনে তাড়োকি জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে তিন জঙ্গির সংঘর্ষ হয়। তিনি জানিয়েছেন, 'মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) বাহিনীর একটি দলের।

কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

তিনের পাতার পর

মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য।
আদিবাসী মানুষদের মন পেতে এবার এদিন আদিবাসী গ্রামে গিয়ে খাটে বসে তিনি আদিবাসীদের সাথে কথা বলেন অভাব অভিযোগ শুনেন। এদিন সকালে তিনি আদিবাসী অধ্যুষিত বেকিয়া গ্রামে হাজির হন। গ্রামবাসীদের সাথে বিভিন্ন অভাব অভিযোগ নিয়ে কথা বলেন। উল্লেখ্য বিগত নির্বাচনে জঙ্গলমহলের মানুষ তৃণমূলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সেই ক্ষত সামাল দিতে এদিন তিনি সশরীরে আদিবাসী গ্রামে হাজির হন বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ মহল। বিগত লোকসভা নির্বাচনে জেলার দুটি আসোনি তৃণমূলের হাতছাড়া হয়ে যায় এই ধারা বজায় থাকলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী একথা মাথায় রেখেই তিনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা মাথায় রেখে কর্মসূচি করেছেন এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

আটক

● **প্রথম পাতার পর**

বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় যাত্রাপুর থানায় মামলা গ্রহিত হয়েছে। জানা গেছে, এর আগেও তাদের বিরুদ্ধে নেশা জাতীয় সামগ্রী মজুত ও পাচার করার বিষয়ে একাধিক মামলা রয়েছে। পুলিশ অনেকদিন ধরেই তাদের খুঁজছিল। অবশেষে আটক হয়েছে দুই নেশা কারবারি।

হাতি

● **প্রথম পাতার পর**

কারণ বনকর্মীদের দাবড়ানিতে চোরাই কাঠ কারবারিদের অবৈধ ব্যবসা প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে। রবিবার রাতের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ থেকে বনদস্যুদের বিরুদ্ধে মুঙ্গিয়াকামী থানায় মামলা দায়ের করা হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ পরিবৃত্তে ফাটল ধরিয়ে জমি বজায় রাখার চেষ্টা

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : এই মুহূর্তে বিজেপি-র আগ্রাসনের পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথাব্যথার একটা বড় কারণ শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের অভিযোগ, তাঁকে বাগে আনতে না পেরে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিবৃত্তে নানাভাবে ফাটল ধরিয়ে জমির দখল রাখার চেষ্টা করছে রাজ্যের শাসক দল।
মালদা জেলার সভাধিপতি গৌড়চন্দ্র মণ্ডল ও মুর্শিদাবাদ জেলার সভাধিপতি মোশারফ হোসেনকে ঘিরে গত কয়েক সপ্তাহ জুড়েই চলছিল তীব্র জল্পনা। অনুমান করা হচ্ছিল যে শুভেন্দু অধিকারী দল ছাড়লে এই দুইজনও তৃণমূল ছেড়ে শুভেন্দুবাবুর পথে হাঁটা দেবেন। কিন্তু রবিবার মোশারফ নিজে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দিলেন, তিনি তৃণমূলেই থাকছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁর নেত্রী। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের হয়েই কাজ করবেন। দলের সব কর্মসূচীতেও সামিল হবেন। দল তাঁকে যা দায়িত্ব দেবেন তিনি তা পালন করবেন। গৌরবাবুর তরফেও দলের কাছে তেমনই ইঙ্গিত এসে পৌঁছেছে।
এর আগে, রবিবার বিকালেই রাজ্যের শাসক দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মাথার ওপর আছে মমতা। তাই যতদিন তিনি আছেন ততদিন কোনও ভয় নেই। কে গেল, আর কে রইল, তাতে কারও কিছু দায় এসে যায় না। কারন গোটা বাংলাই মমতামুখী আর তৃণমূল শুরু থেকে শেষ সবটাই মমতাকেন্দ্রীক। বাকি সব দোদুল্যমান। যার যেখানে খুশি যেতে পারে। কিন্তু দলের নেত্রী একজনই। নাম না করেও সেই বার্তার অভিমুখ ছিল যে শুভেন্দু অধিকারী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এর পরেই মালদা ও মুর্শিদাবাদে ধাক্কা খেতে হল শুভেন্দু অধিকারীকে। দুই জেলার দুই জেলাপরিষদের সভাধিপতিদের ঘিরে যে জল্পনা ছড়িয়েছিল সেই দুইজনই জানিয়ে দিলেন তাঁরা দলেই থাকছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁদের নেত্রী।
শুভেন্দুবাবু বিদ্রোহের পথে হাঁটা দিতেই যেমন তাঁর ডানা ছাঁটার কাজ শুরু হয়েছিল ঠিক তেমনি শুভেন্দু অনুগামীদেরও দলের নানা পদ থেকে শুরু করে পুরসভার প্রশাসক পদ থেকে সরানো শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রামনগরের সভা থেকে শুভেন্দুর ঝাঁঝ কমে যেতেই তাঁর অনুগামীরাও এবার একে একে তাঁদের পুরাতন অবস্থানে ফিরে আসছেন।

ঝাঁটা হাতে আরজিকর হাসপাতলে জল পরিষ্কার করছে রোগীর পরিবাব

কলকাতা,২৩ নভেম্বর (হি স): চলতি বছর করোনা আবহে নানান ধরনের অমানবিকতার অভিযোগ উঠেছে শহরের নানান হাসপাতালের বিরুদ্ধে। কখনও রোগী হয়রানি তো কখনও চিকিৎসায় গাফিলতি বিভিন্ন অভিযোগে কাঠগড়ায় উঠেছে শহরের নানান হাসপাতাল। এইসবের মাঝেই এবার জলের থৈথৈ করছে আরজিকর হাসপাতল। সোমবার সমস্যা মেটাতে ঝাঁটা হাতে আরজিকর হাসপাতলে জল পরিষ্কার করছে খোদ রোগীরই পরিবার।
রোগীর পরিবারের তরফে অভিযোগ, গত তিনদিন ধরে আরজিকর হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের সামনে জলে থৈ থৈ করছে। সেই জল পেরিয়েই চিকিৎসার জন্য যেতে হচ্ছে রোগী থেকে রোগীর পরিজনদের। জলে ভর্তি থাকায় চরম সমস্যায় রোগীরা পরিবার-পরিজনরা।হাসপাতালের ভিতর তিনদিন ধরে জমা জলে চূড়ান্ত দুর্ভোগের চিকিৎসকরাও। বাধ্য হয়ে ঝাঁটা হাতে আরজি করে জল পরিষ্কার করছে রোগীর পরিবার। পুরসভার পাইপ লাইন ফেঁটে এই অবস্থা দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। পুরসভাকে জানানো হয়েছে জানান হাসপাতাল সুপার। মেরামতি চলছে খবর পুরসভা সূত্রে।

চিরনিদ্রায়

● **প্রথম পাতার পর**

রয়েছে, তবে তা প্যাসমেকারের বলে। মোদ্দা কথায়, তিনি এখন যখন-তখন, যমের সঙ্গে লড়াই করছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং দশ জনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল।

তরুণ গগৈয়ের ১৫ বছরের রাজত্বের তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ এবং প্রভাবশালী মন্ত্রী তথা নয়নের মণি বর্তমান বিজেপি নেতা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানিয়েছিলেন, মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টিউবের সহায়তায় কৃত্রিম ভেন্টিলেশনে তাঁকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হচ্ছে। টানা অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, তার পরও ৮০ থেকে ৮৫-র বেশি মাত্রায় উঠছে না অক্সিজেন। শরীরে পটাশিয়ামের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় গতকাল বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে ছয়ঘন্টা ডায়ালেসিস করা হয়েছে। আজ আর ডায়ালেসিসের পর্যায়ে নেই রোগী। এককথায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ যান্ত্রিক মেশিনের বলে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। তাই তিনি সর্বশক্তিমানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন তরুণ গগৈকে শীঘ্র সুস্থ করে জীবন দান করুন। এছাড়া রাজ্যবাসীকে তাঁর পুনর্জীবন কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেও আহ্বান জানিয়েছিলেন হিমন্তবিশ্ব।

মন্ত্রী জানান, চিকিৎসকরা তাঁদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এখানে চিকিৎসদের দল এবং ভিডিও কনফারেন্সিঙে দিল্লির এইমস-এর ডাক্তারদের সঙ্গে ঘন ঘন যোগাযোগ করা হচ্ছিল। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী জিএমসিইচ-এর মেডিক্যাল টিম তাঁর চিকিৎসা করেছে। তবে যা পরিস্থিতি, তাতে মনে হচ্ছে ডাক্তারদের হাতে আর কিছুই নেই, ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া।

এদিকে অসমের প্রায় ছয় দশকের পোড় খাওয়া রাজনীতিক টানা পনেরো বছরের মুখ্যমন্ত্রী (প্রাক্তন)-র পুনর্জীবন কামনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের দ্রুত স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল যাবতীয় সরকারি কার্যসূচি বাতিল করে ডিব্রুগড় থেকে এসে সোজা গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসেছেন।

২০০১ সালে প্রথমবারের মতো অসমের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত তরুণ গগৈ রাজ্যের ইতিহাসে টানা তিন মেয়াদের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রথম রাজনীতিক। ছাত্রকাল থেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের জন্ম তদানীন্তন শিবসাগর জেলার যোরহাটের রঙাজান চা বাগানে, ১৯৩৪ সালের ১১ অক্টোবর। তাঁর বাবা ছিলেন রঙাজান বাগানের চিকিৎসক ডা. কমলেশ্বর গগৈ, মা ছিলেন উষা গগৈ। প্রসঙ্গত উষা গগৈ ছিলেন অসমের পাপড়ি কবি খ্যাত গণেশ গগৈয়ের কনিষ্ঠা বোন।

২৬ নম্বর রঙাজান নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করে তরুণ গগৈ ১৯৪৯ সালে যোরহাট সরকারি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। পরে উজান অসমের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জগন্নাথ বরুয়া মহাবিদ্যালয়ে ভরতি হয়ে ওই কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। এর পর গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি গ্রহণ করেন তিনি। ১৯৭২ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণীবিদ্যার স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী তরুণ গগৈ ১৯৭২ সালে ডলি গগৈয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তরুণ গগৈয়ের দুই সন্তান, একজন পুত্র গৌরব গগৈ এবং কন্যা চন্দ্রিমা গগৈ। পুত্র গৌরব গগৈ কলিয়াবরের দ্বিতীয়বারের সাংসদ। কন্যা চন্দ্রিমা জামাতার সঙ্গে থাকেন আমেরিকায়।

ছাত্রাবস্থা থেকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত প্রয়াত তরুণ গগৈ পরবর্তীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে যোরহাট পুরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং এর পর তিনি মোট ছয়বার সাংসদ নির্বাচত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৭১, ১৯৭৭, এবং ১৯৮৩ সালে যোরহাট লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। এর পর ১৯৯১ সালে কলিয়াবর লোকসভা আসনে বিজয়ী হয়ে লোকসভায় যান এবং পিভি নরসিংহ রাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রথমে খাদ্য দফতরের, পরে খাদ্য সংবরণ দফতরের স্বতন্ত্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০১ সালে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কলিয়াবরের সাংসদ হিসেবে দীর্ঘদিন কার্যনির্বাহ করেছিলেন তরুণ গগৈ। এর মধ্যে ১৯৯৬ সালে দুবছরের কার্যকালে অসমের মার্ঘেরিটা বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে ২০০১ সালের পর থেকে আমৃত্যু যোরহাটের তিতাবর বিধানসভা এলাকা থেকে টানা চারবার অসম বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন তরুণ গগৈ।

২০০১ সালে অসম বিধানসভা নির্বাচনে অসম গণ পরিষদ নেতৃত্বাধীন প্রফুল্লকুমার মহন্তের সরকারকে ধরাশায়ী করে তরুণ গগৈয়ের নেতৃত্বে অসমে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। সে সময় অসমের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক থেকে শুরু করে অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। উগ্রপন্থীরা মথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ওই সব গোটা অব্যবস্থাকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করে রাজ্যের পরিস্থিতির কিছুটা উন্নত করেন তিনি। পরবর্তীতে ২০০৬ সালের নির্বাচনের পর ফের অসমের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন তোখড় রাজনৈতিক গগৈ। পরবর্তী মেয়াদ ২০১১ সালে অসম বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে।

কিন্তু ২০১৬ সালের নির্বাচনে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়ায় অসমের রাজনীতি থেকে উড়ে যায় কংগ্রেস। দুর্নীতি এবং দলীয় বিবাদে জর্জরিত কংগ্রেস সরকারের পতন হয় এবং তরুণ গগৈয়ে দীর্ঘ ১৫ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বেরও অবসান ঘটে।

কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক তরুণ গগৈ ১৯৭৬ সালে প্রথমবারের মতো সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ১৯৮৩ সালে বিভক্ত ইন্দির কংগ্রেসের সর্বভারতীয় যুগ্ম-সম্পাদক এবং ১৯৮৫ সালে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস (ই)-এর অসম প্রদেশ কমিটির সভাপতি, ১৯৯৬ সালে দ্বিতীয়বারের মতো অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। এছাড়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটি কমিটির সদস্য হিসেবেও কার্যনির্বাহ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক পরিক্রমা কমিটি, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রালয়ের পরামর্শদাতা কমিটি, রেলওয়ে ইত্যাদি কয়েকটি কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন প্রয়াত গগৈ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৬ আগস্ট রাতে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের শরীরে। ওইদিন রাতেই তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের আইসিইউতে নিয়ে ভরতি করা হয়। তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঁচ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের একটি টিম গঠন করে দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকলে দিল্লির এইমস থেকে বিশেষজ্ঞ এনে তাঁর স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করানো হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে কোভিড-১৯ টেস্টে তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। কিন্তু কার্ডিওর পাশাপাশি অন্য রোগের উপসর্গ থাকায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তাঁর চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

এর পর দু মাসের মাথায় গত ২৫ অক্টোবর বিকেল চারটায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈকে। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে সোজা তাঁকে দিশপুরে তাঁর সরকারি আবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তিনজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিয়মিত অবজার্ভেশনে ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আবার স্বাস্থ্যের অবনতি হলে তাঁকে ১ নভেম্বর জিএমসিএইচ-এ এনে ভরতি করা হয়েছিল।

গত শনিবার থেকে তাঁর শরীরের অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তবে গতকাল সকালে সামান্য চোখ খুলেছিলেন তিনি। এর পর রাত থেকে ক্রমশ স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকলে গোটা রাজ্য উৎকণ্ঠায় ছিল। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন তাঁর ছেলে গৌরব গগৈয়ের কাছে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তাঁর পরলোক গমনের খবর চাউর হলে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছে অসম।

২৬ নভেম্বর ধর্মঘটের সমর্থনে সিপিএমের প্রচারে পুলিশী বাধা বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ নভেম্বর।। সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় অফিস প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল বের হয়ে জগন্নাথ বাড়ির সামনে আসতেই পুলিশের বেরিকেডকে অতিক্রম করে জেলা জন গ্রন্থাগারের সামনে যেতেই পুলিশ রনংদেহি মনোভাব নিয়ে মিছিল বাঁধা দেয়। শাসক দলের মিছিল মিটিং করতে কোন পুলিশের বাধা নেই কিন্তু বিরোধী দলের মিছিল মিটিং করতে কেন বাঁধা দেওয়া হচ্ছে এই নিয়ে উঠছে গুঞ্জন বিভিন্ন মহলে। পুলিশের এধরনের ভূমিকায়ও প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বনধের সমর্থনে মিছিল পুলিশ আটকে দেওয়ার পরে মিছিলে অংশ নেওয়া বামপন্থী বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মীরা জোড়ালো স্লোগান তুললো ২৬ শে নভেম্বর গাড়ির চাকা ঘুরছে না ঘুরবে না। শ্রমিক কৃষকদের স্বার্থে এই বন্ধ হচ্ছে, হবে। জেলা জন গ্রন্থাগার এর সামনে মিছিলটি বাঁধা পেয়ে শহরের রাজপথ কিছু ক্ষনের জন্য অবরোধ হয়ে যায়। এই এদিনের, মিছিলে নেতৃত্ব দেন সিপিএম মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত,পার্টির জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার ও রাজ্য কমিটির সদস্য দীপঙ্কর সেন।

নিরাপত্তা

● **প্রথম পাতার পর**

দলের নেতৃত্বের আরো অভিযোগ তাদের দলের বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা হাসপাতাল পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান হওয়া সত্ত্বেও বিধায়ক এই বিষয়ে কোন কিছু জানেন না। বিধায়ককে এক প্রকার ঘুমে রেখে অনৈতিক ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে যাহা সম্পূর্ণ অবৈধ বলে তাদের অভিযোগ। তারা আরো জানান যতদিন না পর্যন্ত তার কোন একটা সমস্যার সমাধান না হবে ততদিন পর্যন্ত অফিস রোমে তালা ঝুলানো থাকবে। এই দিনের বিক্ষোভ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি দলের প্রথম সারির নেতৃত্ব প্রেম সাধন ত্রিপুরা, উত্তম ত্রিপুরা, মধু ত্রিপুরা, শান্তি ত্রিপুরা, বিরেন ত্রিপুরা প্রমুখ।

ভক্তিভরে

● **প্রথম পাতার পর**

অবধি দুর্গাপূজার ধাঁচে জগদ্ধাত্রী পূজা করে থাকেন। আবার কেউ কেউ নবমীর দিনই তিন বার পূজার আয়োজন করে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা সম্পন্ন করেন। এই পূজার অনেক প্রথাই দুর্গাপূজার অনুরূপ।

ধর্মীয় রিতি নীতি মেনে সোমবার সমগ্র দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও অনুষ্ঠিত হয় জগদ্ধাত্রী পুজা। রাজধানীর প্যালেস কম্পাউণ্ডস্থিত শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরও অনুষ্ঠিত হয় জগদ্ধাত্রী পুজা। ধর্মীয় রিতি মেনে সকাল থেকে শুরু হয় পুজা। ভক্তদেরও সমাগম ঘটে। পুরহিতের মন্ত্র পাঠের মধ্যদিয়ে পুজা সম্পন্ন হয়। ভক্তরা জগদ্ধাত্রী দেবীকে প্রনাম করে পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

আত্মসমর্পন

● **প্রথম পাতার পর**

পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন গৃহবধূকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতলে নিয়ে গেলে আশংকাজনক হওয়ায় কর্তব্য রত চিকিৎসকরা তাকে হাপানিয়া হাসপাতলে রেফার করে দেয়।

জানা যায় গৃহবধূর ৯০ শতাংশ শরীর পুড়ে যায়। এদিকে আরো জানা যায় স্বামী রিপন সরকার শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকাপয়সা এনে দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে অত্যাচার করে আসছিল যার জন্য গৃহবধুটির আজ মরণশয্যায়।মঙ্গলবার ৫ঃ১০ মিনিটে মৃত্যু হয় তার।

নেতৃত্বের

● **প্রথম পাতার পর**

এক এক করে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনীর ৯ টি ইঞ্জিন। দমকল বাহিনীর ৯ টি ইঞ্জিনের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে আগুনে পুরে ছাই হয়ে যায় বাজারের ১০ থেকে ১৫ টি দোকান। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিক ভাবে জানা যায় নি। দমকল বাহিনীর কর্মীদের অভিমত বিদ্যুতের শটসার্কিট থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়েছে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত এক ব্যবসায়ীর অভিমত মিষ্টির দোকান থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়েছে।

অল ইন্ডিয়া ডি.এস.ও-র বিক্ষোভ কর্মসূচী

আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার রাজধানীর কর্নেল চৌমুহনী এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অল ইন্ডিয়া ডি.এস.ও। এইদিন হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয় অল ইন্ডিয়া ডি.এস.ও ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য সদস্যারা। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ডি.এস.ও-র ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্য সহ অন্যান্যরা। অল ইন্ডিয়া ডি.এস.ও-র ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক রাম প্রসাদ আচার্য সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে এইদিনের কর্মসূচী সম্পর্কে জানান।

দয়ারামপাড়ায়

আটের পাতার পর

আন্দোলনকারীদের মূলনায়ক চন্দন চ্যাটার্জী, অলক চন্দ্রনাথ, পিনাক নাথ সহ তাদের সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন করেন আইপিএফটি নেতৃত্ব সুমন দেববর্মা, যতীন্দ্র দেববর্মা, লক্ষ্মী দেববর্মা, সঞ্জীবন দেববর্মা প্রমুখরা। তাদের বক্তব্য উপজাতিরা এখনো মরে যায়নি। একজন নির্দোষ মানুষকে পশু পাখির মতো অকালমৃত্যুতে ঠেলে দেওয়াকে কোনমতেই শুধু আইপিএফটি নয়, উপজাতি যুবক-যুবতীরা মেনে নেবে না। অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে আইপিএফটি যুবক-যুবতীরা। বিশ্বজিৎ দেববর্মার পরিবারের মধ্যে একটি সরকারি চাকরি প্রদান করার জন্যও এদিন দাবি তোলেন আইপিএফটি নেতা-নেত্রীরা। দয়ারাম পাড়ার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এই মোমবাতি মিছিল সংঘটিত করেন তারা। এদিন মিছিলে নেতা কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সমর্থনে

আটের পাতার পর

১। এস এস ওয়াই তথা সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছুক সমস্ত পরিচারিকাদের যোজনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
২। এস এস ওয়াই অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পরিচারিকাকে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত অন্তরায় অবিলম্বে দূর করতে হবে।
৩। এস এস ওয়াই অন্তর্ভুক্ত ৬০ বছর উত্তীর্ণ পরিচারিকাদের চূড়ান্ত পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোন টালবাহানা চলবে না।
৪। এস এস ওয়াই অন্তর্ভুক্ত পরিচারিকার আকস্মিক মৃত্যুর পর তার নমিনির পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন গড়িমসি চলবে না।
এআইইউটিইউসি-র তরফে জানানো হয়েছে, ডিএলসি সমস্যাগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং অনলাইন পরিষেবা এখনও পর্যন্ত কার্যকর না হওয়ার কারণে তাঁর অসহায়তার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি আগামী জানুয়ারি ২০২১ নাগাদ পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার আশা করেছেন তিনি।

পীযূষ গোয়েল

আটের পাতার পর

হবে যাত্রী, কৃষক এবং উদ্যোগপতিরা।"
এর আগে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং জানিয়েছিলেন পঞ্জাবের কৃষক সংগঠনগুলির আগামী ১৫ দিনের জন্য রেললাইনের ওপর থেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করেছে। ফলে অবিলম্বে রেল পরিষেবা চালু করা উচিত কেন্দ্রের। কৃষক সংগঠনগুলির এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী।

‘মুককালা মুকাবেলা’ নেচে দেখালেন ওয়ার্নার

নেচেই যাচ্ছেন ওয়ার্নার। না একটুও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের সময়টা পার করার জন্য অনেকেই অনেক উপায় খুঁজে নিয়েছেন। তবে ডেভিড ওয়ার্নারের মতো টিকটককে আশ্রয় বানিয়েছেন সম্ভবত শুধু যুজবেন্দ্র চাহাল। ভারতীয় স্পিনারের মতোই টিকটক তারকা হওয়ার সাধ হয়েছে ওয়ার্নারের।
গত কিছুদিন ধরেই প্রায় প্রতিদিন ইনস্টাগ্রামে নিজের ভিডিও দিচ্ছেন। ভারতের সব ধরণের মুভি ইন্ডাস্ট্রিকেই সামাল দিচ্ছেন কখনো তামিল বা হিন্দি ভাষায় গান গেয়ে। এবার নিজের নাচের ভিডিও দিলেন। স্ত্রী ক্যান্ডিসকে নিয়ে তিনি নেচেছেন ৯০ এর দশকের সেই বিখ্যাত ‘মুককালা মুকাবেলা’ গানের সঙ্গে।
ডেভিড ওয়ার্নারের ভিডিওতে দেখা গেছে স্ত্রী ক্যান্ডিস ও ওয়ার্নার বিখ্যাত গানটির সঙ্গে নাচছেন। আর নাচের এক পর্যায়ে তাদের মেয়েও পিছনে এসে তাল মিলাচ্ছে। নাচের ভিডিও দিয়ে ওয়ার্নার আবার বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠীকে ট্যাগ দিয়ে লিখেছেন, ‘কে ভালো নাছে? ক্যান্ডিস, আমি নাকি শিল্পা শেঠী?’
মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, এখানে শিল্পা শেঠী এলেন কোত্থেকে? এ বছরের শুরুতেই এক টিকটক ভিডিওতে এই গানের সঙ্গেই নেচেছিলেন শিল্পা। সেখানে এই গানের মূল শিল্পী প্রভু দেবাও দেখা দিয়েহচিলেন ক্ষনিকের জন্য।
এর আগেও ভক্তদের মজা দেওয়ার জন্য টিকটকে ভিডিও বানিয়েছেন ওয়ার্নার। তাতে অবশ্য সতীর্থ ও অন্য ক্রিকেটাররা তাঁকে নিয়ে উপহাসই করেছেন। মিচেল জনসন যেমন আকারে ইঙ্গিতে ওয়ার্নারকে পাগল বলেছেন, ‘আমি বলতাম তুমি পুরোপুরি গেছ, কিন্তু আমি নিশ্চিত না তুমি কখনোই ঠিক ছিলে কি না।’ এর পরদিনই নাচ ও গানের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত ক্রিকেটারের ভাই অপমান করেছেন ওয়ার্নারকে।
নিজেকে ডিজে ব্রাভো বলে পরিচয় দেওয়া ডোয়াইনের ভাই ড্যারেনের কাছেও বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে ওয়ার্নারের এসব ভিডিও। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যান বলেছেন, ‘বক্সহেড (বেকুব), ক্রিকেট ফেরাটা তোমার (স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার জন্য) খুব দরকার।’

ইমরান খান হতে চান বাবর

টি-টোয়েন্টির পাশাপাশি সম্প্রতি ওয়ানডে অধিনায়কও হয়েছেন বাবর আজম। তবে ওয়ানডেতে এখনো দলকে মাঠে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ হয়নি তাঁর। কিন্তু দায়িত্ব বুঝে পেয়েই নিজের লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছেন বাবর। অধিনায়ক হিসেবে ইমরান খানকেই আদর্শ মানবেন, চাইবেন তাঁর ধরণটাই পাকিস্তান ক্রিকেটে ফেরাতে।ওয়ানডেতে পাকিস্তানের র‍্যাঙ্কিং (ছয়) আরও ভালো করাকে প্রাথমিক দায়িত্ব মানছেন বাবর, ‘আমাকে ওয়ানডে অধিনায়ক বানানোয় বোর্ডের কাছে কৃতজ্ঞ আমি। আমি এর আগে অনূর্ধ ১৯ দল ও টি-টোয়েন্টি দলকে নেতৃতে দিয়েছি।
এই সংস্করণে যখন র‍্যাঙ্কিংয়ের দিকে তাকাই, তখন ব্যাপারটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। তাই আমার প্রথম কাজ হলো সেরা তিনে দলকে তুলে আনা। বোর্ড ভেবেছে আমি প্রস্তুত এবং এ কারণে আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছে। আমি প্রস্তুত।’
সংবাদ মাধ্যমকে বাবর নিজের অদূর ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। আর সেটা হলো দলে সবার মধ্যে আরও ধিরস্থির ভাব আনা। সেটা করার জন্য ইমরান খানকেই তাঁর আদর্শ মনে হচ্ছে, ‘অধিনায়ক হতে চাইলে ঠান্ডা মানসিকতার হতে হয়। দলের ভার বয়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হয়। এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের পরিকল্পনা কাজে লাগানোর ব্যাপারে নিখুঁত হতে হয়। নিজের মধ্যে নিয়ন্ত্রন থাকতে হয়। ভেতরে ভেতরে রাগ হলেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়। অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেটে আমি এটা শিখেছি। মাঠে নিজের আগ্রাসণ কমিয়ে আনতে হয় এবং অন্যদের সাহস দিতে হয়। খেলোয়াড়দের এক শ দশ ভাগ সমর্থন দিলে তারা ঠিক ততটাই ফেরত দেবে। আমি আক্রমণাত্মক অধিনায়ক হতে চাই। আমি ইমরান খানের স্টাইল গ্রহণ করতে চাই।’

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে, ত্রিপুরা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক অনুমতিক্রমে (No.F.31(06)-REV/2020 Dated - 01-10-2020) আগামী 17/12/2020 ইং তারিখ বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত উদয়পুর DM Office প্রাঙ্গণে নিলাম প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নিলামে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গকে উদয়পুর DM Office এর Casher এর নিকট মং ৫০০ টাকা দিয়া তাদের নাম নথিভুক্ত করিতে জানানো যাইতেছে।

-ইতি-
স্বাঃ- (শ্রী সজল বিশ্বাস)
সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
ডি.এম. অফিস,
গোমতী জেলা, উদয়পুর

নিলাম সম্পত্তির বিবরণ ঃ-

Sl. No.	Name of the articles	No. of articles	Remarks
1.	Ambasador (vehicle) TR03-0836	01 (One) No.	Reserve value fixed at Rs.21,500.00

ICA-D-917/20

Form No-4
Proclamation requiring the appearance of a person accused (see section 82)
In the court of Special Judge(POCSO) Khowai.Tripura

Case No:- SPL (Pocso) 10 of 2020
No. 2272 Dated 03.11.2020.

To The 0/C,
Teliamura.
P.S. Khowai Tripura,
Whereas, complaint has been made before me that Gani Miah, 5/0- Kala Miah .Of North Gakulnactar, Tuimadhu, PS. Tellainura, Khowai, Tripura has committed (or is suspected to have committed) the offence punishable under section. 120(B)/341/376D1PC and Section 4(1) of POCSO Act, and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said Gani Miah,, cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said Gani Miah,, has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant);
Proclamation is hereby made that the said Gani S/0- Kala Miah Of North Gakulnagar, Tuimadhu, P.S. Teliamura, Khowai, Tripura is required to appear at Special Judge (POCSO), Khowai Tripura to answer the said complaint on the 17.12.2020 day of.
Dated, this 03.11.2020 day of.

ICA/D-913/2020-21

Special judge(POCSO)
Khowai Tripura
Khowai District, Tripura

কনে ছাড়া বিয়েতে রাজি নন শোয়েব

ফুটবল লিগ শুরু হয়ে গেছে ইউরোপে। ক্যারিবীয় অঞ্চলে টি-টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরুর প্রস্তুতি চলছে। তবে দুটি খেলায় পার্থক্য আছে। ফুটবলে ক্লাব প্রতিযোগিতাই মূল আকর্ষণ হলেও ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বোর্ডই মাঠে খেলা ফেরানোর মধ্যে একটি উপায় হলো দর্শকবিহীন আয়োজন।সাবেক পাকিস্তানি পেসার পছন্দ হচ্ছে না। একদম খালি মাঠে ধরছে না তাঁর। সামাজিক যোগাযোগ ধারণা, এমন খেলা আর্থিকভাবেও খুব ধরেই ইউটিউব বা হেলো অ্যাপের জানাচ্ছেন শোয়েব। দর্শকবিহীন সেখানেই জানা গেল।
হেলো অ্যাপের লাইভে শোয়েব আয়োজন হয়তো ক্রিকেট টিকে থাকার জন্য জরুরি। কিন্তু আমার সম্ভব হবে। দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে খেলার জন্য আমাদের দর্শক দরকার। করোনা পরিস্থিতি ঠিক হয়ে দর্শকবিহীন মাঠে খেলার ব্যাপারে ইংলিশ ফাস্ট বোলার জফরা আর্চার আওয়াজ সৃষ্টির প্রস্তাবও দিয়েছেন। উপায়ে খালি স্টেডিয়ামের বর্ণনা কেউ হ্যালো অ্যাপে শুধু ভবিষ্যত নয়, শোয়েব। যা শুনে পাকিস্তানের বিশ্বকাপে শচীন টেন্ডুলকারের হাতে

খেলাতেই আগ্রহ বেশি। ফলে অনেক বিভিন্ন উপায় খুঁজে দেখছে। এর মাঠে হবে সব ক্রিকেট শোয়েব আখতারের ব্যাপারটা ঠিক দর্শকের উৎসাহ ছাড়া খেলা মনে মাধ্যমে ব্যস্ত এই সাবেক তারকার একটা সাড়া ফেলবে না। গত কিছুদিন মাধ্যমে লাইভে এসে নিজের মতামত ক্রিকেট নিয়ে তাঁর ধারণাটাও
বলেছেন, ”খালি স্টেডিয়ামে ক্রিকেট বোর্ডগুলোর জন্য সম্ভব হবে এবং মনে হয় না এটা বাজারজাত করা খেলা মানে হলো কনে ছাড়া বিয়ে। আশা করি এক বছরের মধ্যে এই যাবে।”এর আগে বিরাট কোহলিও নিজের অস্বস্তির কথা জানিয়েছেন। তো মাঠে কৃত্রিম উপায়ে দর্শকের তবু শোয়েবের মতো এতটা ভিন্ন করতে পারেননি।
অতীত নিয়েও কথা বলেছেন ভক্তদের ক্ষেপে ওঠার কথা। ২০০৩ বেদম পিটুনি খেয়েছিলেন। কিন্তু ৯৭ রানে থাকা শচীনকে ঠিকই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই ফাস্ট বোলার। এতদিন পর বলছেন, টেন্ডুলকারকে আউট করে নাকি তাঁর দুঃখ হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতীয় ওপেনারের সেঞ্চুরি পাওয়া উচিত ছিল।

দর্শকবিহীন ক্রিকেটে রোমাঞ্চ নেই, বলছেন কোহলি

ফুটবল, ক্রিকেট, হকি যেটাই হোক না কেন; খেলার প্রধান অলংকার তো দর্শকই। কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারির কারণে সেই অলংকারকে পাশে সরিয়ে রেখেই মাঠে ফেরাতে হচ্ছে খেলা। দর্শকবিহীন ফুটবল আবার ফুটবল নাকিঅনেকেই বলছেন এমনটা! ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও একই কথা। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি তো বলেই ফেলেছেন, দর্শকবিহীন খেলা হলে ক্রিকেটের আসল রোমাঞ্চটাই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।করোনার কারণে মার্চ মাস থেকেই বন্ধ সব ধরনের ক্রিকেট। আইপিএল মাঠে গড়াতে পারেনি এখনো, দোদুল্যমান অক্টোবর-নভেম্বরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভাগ্য। এর মধ্যেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) চাওয়া, বছরের শেষের দিকে দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে হলেও ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরটা হোক। এই সিরিজে লোভনীয় টিভি স্বত্বের কারণেই সিএ এটা চাইছে।
তবে দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে

খেলাটা কোহলি অন্তত উপভোগ করবেন না, ”জানি না এটা কে কীভাবে নেবেন। খেলাটার জন্য ভালোবাসা আর আবেগ আছে, আমরা সব সময় এমন মানুষের সামনে খেলি। এটা ঠিক যে খেলোয়াড়দের মনোযোগ আরও বেশি থাকবে, কিন্তু মাঠে দর্শক আর খেলোয়াড়দের মধ্যে যে একটা বন্ধন থাকে, ভরা গ্যালারির সামনে খেলার যে একটা আবেগ, এগুলো আসবে না।”
করোনার কারণে বন্ধ ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে হলে কিছু শর্ত তো মানতেই হবে। সেটা মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্যই। তাই দর্শকবিহীন মাঠে খেলা নিয়ে আক্ষেপ থাকলেও সেটা মেনে নিচ্ছেন কোহলি, ”আমাদের যেভাবে খেলতে বলা হবে সেভাবেই খেলব। কিন্তু সেই রোমাঞ্চ, জাদুকরি মুহূর্তগুলো আর থাকবে না।”দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে খেলতে ভালো লাগবে না উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স ক্যারিরও। কিন্তু ক্রিকেট মাঠে ফিরতে দেখলেই খুশি হবেন তিনি, একটা শূন্যতা অনুভূত হবে। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীরা টেলিভিশনে লাইভ ক্রিকেট ম্যাচ তো দেখতে পাবেন।

ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ভারত অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ খেলতে গেলে ম্যাচগুলো দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামেই হওয়ার কথা। উসমান খাজা এটিকে বলছেন অস্ট্রেলিয়ার জন্য ”শাপেবর”। অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানের কথা, ”নিঃসন্দেহে এটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য একটা সুবিধা!” যেকোনো খেলাতেই নিজেদের মাঠে খেলার বাড়তি সুবিধা থাকে। আর সেটা নিজেদের সমর্থকদের উপস্থিতি। কিন্তু খাজা উল্টোটা কেন ভাবছেন? এর যুক্তি অবশ্য দিয়েছেন অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান, ”আবার তারা (ভারত) সর্বশেষ যে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে এখানে এসেছিল, সেবার ওদের সমর্থকই বেশি ছিল। বিশেষ করে মেলবোর্নে। এটা অদ্ভুত এক অনুভূতি। ভারতের মাঠে খেলা হলে অবশ্যই সেখানে ভারতের সমর্থক বেশি থাকবেন। কিন্তু মেলবোর্নেও আপনি একই অবস্থা দেখবেন। কখনো কখনো সিডনি বা অন্য মাঠেও।”

স্ত্রী চায় না আমি রান্নাঘরে যাই

আনা ফ্রাঙ্ক ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখা তাঁর ডায়েরির জন্য।
অনেকে বলেন, করোনাভাইরাস আক্রান্ত এই অনিশ্চিত সময়টাও নাকি বিশ্বযুদ্ধের মতোই। ক্ষুদ্র এক অনুজীবের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী তো যুদ্ধেই নেমেছে! তা এই সময়ে বাংলাদেশের ঘরবন্দী খেলোয়াড়েরা যদি ডায়েরি লিখতেন, কী থাকত তাঁদের লেখায়? খেলোয়াড়দের হাতে কলম তুলে দিয়ে সেটিই জানার চেষ্টা করেছে প্রথম আলো-
সময়টা আমার জন্য এক দিক দিয়ে বেশ ভালো, আরেক দিয়ে খুব খারাপ। ভালোটা হচ্ছে, পরিবারের সঙ্গে আছি।
করোনাভাইরাস শুরু হওয়ার পরই চট্টগ্রামে বাদশা মিয়া রোডের ফ্ল্যাটে চলে এসেছি। জায়গাটা একটু সবুজেঘেরা, বাসা থেকে পাখির কিচিরমিচির শুনি। নগরে থেকেও এ এক কোলাহলমুক্ত জীবন!
আমার মেয়ে কানাডা থেকে এসেছে। সবাই এক জায়গায়, পরিবারকে অনেক সময় দিচ্ছি। আমাকে এভাবে পেয়ে ওরাও অনেক খুশি। পারিবারিকভাবে ভালো সময় যাচ্ছে। ঢাকায় অনেক ব্যস্ত থাকি। পরিবারকে ঠিক মতো সময় দেওয়া হয় না। ওদের স্কুলের সময়, আমার অফিসের সময়- নিজেদের মধ্যে গল্প করা অনেক কম হয়। এখন সেটা খুব ভালোভাবেই হচ্ছে। রাতে ইফতার করার পর একসঙ্গে বসে আড্ডা, নাটক-সিনেমা দেখি। ২৫ বছর আগে পরিবারের সঙ্গে আমার সময় কাটত যেভাবে, এখন সেভাবেই সময় কাটাচ্ছি। যেন ২৫ বছর আগের জীবনটা আবার ফিরে পেয়েছি। এভাবে ভাবলে ভালোই লাগছে। অনেকে দেখছি রান্নাবান্নায়ও হাত লাগাচ্ছে। আমার স্ত্রী আবার পছন্দ করে না যে আমি রান্নাঘরে যাই।
আর খারাপ দিক হচ্ছে, আমি তো লম্বা সময় ধরে ক্রিকেটের সঙ্গেই আছি। কখনো খেলোয়াড়, কখনো নির্বাচক, ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক; যেটাই বলেন, ক্রিকেট থেকে এতটা দূরে কখনও ছিলাম না। ক্রিকেট, ক্রিকেটাঙ্গনের পরিবেশ, মিরপুরে যাওয়া, সাংবাদিকদের সঙ্গে গল্প করা, খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলা, বোর্ড পরিচালকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ...সবই খুব মিস করছি। ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে আসলে ভালো লাগে না।
এখন যেহেতু খেলা নেই, খেয়াল করছি পত্রিকা কিংবা টিভিতে আমাদের পুরোনো দিনের অনেক স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। ১৯৯৭ আইসিসি ট্রফির জয় নিয়ে অনেক আয়োজন ছিল, আমাদের পুরোনো ইনিংসগুলো নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন ধরেই আছি বলে বেশিরভাগ বড় বড় ঘটনায় আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এসব পড়তে-দেখতে ভালোই লাগে। কত ঘটনা তো ভুলেই গিয়েছিলাম, আবার মনে পড়ে যাচ্ছে এই সুযোগে।
এখন আমার পরিচয় বোর্ড পরিচালক। খেলা নিয়ে চিন্তাটাও এখন একটু অন্যভাবে করি। আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ স্থগিত হয়ে গেছে। আয়ারল্যান্ড সফর, অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। আমরা কোনো দিনই চিন্তা করিনি যে, এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ব। যে সিরিজগুলো স্থগিত হয়ে গেছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর প্রথমে চিন্তা করব, গুরুত্বের বিচারে কোনটি আগে শুরু করা যায়। সব সূচি তো আর পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব হবে না। ফাঁকা সময় বুঝে গুরুত্বপূর্ণগুলো আগে করব।
সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিস আয়ের মানুষদের কথা ভেবে। যতটুকু পারছি তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই হয়ে গেছে, চাইলেও মন খুলে সহায়তা করা যায় না। করোনা সংক্রমণের ভয়ে দূর থেকেই যা করারা করতে হয়।
পরিবার নিয়ে যেমন আতঙ্কে থাকি, ক্রিকেটারদের নিয়েও দুশ্চিন্তা হয়। আমাদের মানসম্পন্ন খেলোয়াড়ের সংখ্যা তুলনামূলক কম। তারা সুস্থ আছে কিনা, ফিটনেস নিয়ে নিয়মিত কাজ করছে কিনা, এসব চিন্তা কাজ করে। এখন পর্যন্ত নেতিবাচক কোনো খবর শুনিনি। সবাই ভালো আছে। ফিটনেসের কাজ করে যাচ্ছে। ফিজিওর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। শুধু খেলাটা কবে মাঠে গড়াবে, সেই অপেক্ষায় আছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন দ্রফততম সময়ে ঝুঁকিহীনভাবে আমরা মাঠে ফিরতে পারি। তবে ঝুঁকি নিয়ে মাঠে ফিরতে চাই না।
করোনাপরবর্তী ক্রিকেট নিয়ে এখনই কিছু বলার উপায় নেই। কোনো কিছু পরিকল্পনাও করতে পারছি না। এখন শুধু একটাই অপেক্ষা, আল্লাহ যেন এই বিপদ থেকে দ্রুত আমাদের উদ্ধার করেন। সব কিছু ঠিক হলে অনেক পরিকল্পনা করা যাবে। পরিস্থিতি ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতই আমরা মাঠে ক্রিকেট ফেরাব ইনশাআল্লাহ।

ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪৪০৫৯

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি. স.): ভারতে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪৪ হাজার ০৫৯। নিহত ৫১১ বলে সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দেশজুড়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮৬৬। এরমধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪৮৬। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৪১। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৩৮। আশার কথা এই যে টানা ১৬ দিন ধরে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ হাজারের নিচে অবস্থান করছে। গত ৭ নভেম্বর দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮০ হাজার ৮৭৮। তালিকায় দুই এবং তিন নম্বর স্থানে রয়েছে কেরল এবং দিল্লি। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৬ হাজার ৯৮২ ও ৩৯ হাজার ৭৪১। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর এর তরফে জানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত গোটা দেশজুড়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৮২ হাজার ৭৩০। শুধুমাত্র ২২ নভেম্বর গোটা দেশজুড়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৯৬। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং পঞ্জাবে করোনা মোকাবিলা করার জন্য উচ্চপর্যায়ে কেন্দ্রীয় দল পাঠানো হবে। এই তিন রাজ্যে ক্রমাগত নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

চিনা আগ্রাসন নিয়ে ফের কেন্দ্রকে কটাক্ষ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি. স.): পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন নিয়ে একাধিকবার আগে সরব হয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী। এবার ডোকালাম নিয়ে একটি রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তিনি।

সোমবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, '' চিনের ভূ-রাজনৈতিক রণকৌশলের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমের তৈরি করা জনসংযোগের কৌশল দিয়ে মোকাবিলা করা যাবে না। ভারত সরকারকে যারা চালাচ্ছে তারা এই সহজ তথ্যটা ভুলে গিয়েছে। ''

উল্লেখ করা যেতে পারে ডোকালাম সংলগ্ন এলাকায় নতুন করে নির্মাণ কাজ করেছে চিন। ভুটান এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে দাবি করে থাকে। চিনের নির্মাণ প্রসঙ্গে ভুটান সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এ ধরনের খবরের কোন ভিত্তি নেই।

পঞ্জাবে পুনরায় ট্রেন পরিষেবা চালু হবে পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি. স.): পঞ্জাবে শীঘ্রই ট্রেন পরিষেবা চালু করবে ভারতীয় রেল। সোমবার এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, পঞ্জাবের রেললাইন এবং স্টেশন থেকে কৃষক আন্দোলন উঠে যাওয়ায় ২৩ নভেম্বর থেকে ট্রেন পরিষেবা চালু করবে রেল। ট্রেন পরিষেবা চালু হলে উপকৃত ছয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লি, মহারাষ্ট্র সহ চার রাজ্যের কাছে করোনার স্ট্যাটাস রিপোর্ট চাইল সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : দেশের বিভিন্ন প্রান্তে করোনার বাড়বাড়ন্ত উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। প্রত্যেক দিন বাড়ছে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, অসম সরকারের কাছে করোনা পরিস্থিতির স্টেটাস রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিমকোর্ট। শীতকালে আগামী কয়েক মাস এই রাজ্যগুলি করোনা মোকাবিলা রোধে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা আদালতকে জানাতে হবে। নতুন করে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে না পারার জন্য গুজরাট এবং দিল্লি সরকারকে তীব্র ভৎসনা করেছে সুপ্রিমকোর্ট।

বিচারপতি অশোক ভূষণ নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যগুলিকে উদ্দেশ্য করে জানিয়েছে, করোনা প্রতিরোধে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, আরো কি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে, কেন্দ্রের তরফে কেমন সাহায্য প্রত্যাশী রাজ্যগুলি তা সবকিছুই স্ট্যাটাস রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে। আদালতের তরফে আরও জানানো হয়েছে নভেম্বরে বিগত দুই সপ্তাহে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কেন্দ্রের আইনজীবী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা আদালতকে বলেন, দিল্লির করোনা পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতার মধ্যেও কি করে দিল্লি, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মতন রাজ্যগুলি বিয়ে এবং জনসমাগমে ছাড় দিলো তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছে আদালত। করোনায় নিহতদের মৃতদেহগুলিকে সঠিকভাবে শেষকৃত্য সম্পন্ন না করার জন্য দিল্লি সরকারকে ভৎসনা করেছে আদালত। দিল্লির সরকারের হয়ে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল সঞ্জয় জৈন আদালতকে বলেন এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। শহরজুড়ে ৩৮০টি জায়গায় নির্ণয় করা হয়েছে যেখানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে। অসমে পর্যাপ্ত পরিমাণে হাসপাতাল শয্যা নেই বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আদালত।

তেলেঙ্গানায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৬০২

হায়দারাবাদ, ২৩ নভেম্বর (হি. স.): তেলেঙ্গানায় করোনা পরিস্থিতি নতুন করে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণের এই রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত ৬০২। নিহত তিন। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ১২৮। মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৪৩৩। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে গোটা দেশে যেখানে করোনায় মৃতের হার ১.৫ শতাংশ। সেখানে তেলেঙ্গানায় মৃত্যুর হার ০.৫৪ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে রাজ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১ হাজার ০১৫। ফলে সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৬৮। তেলেঙ্গানায় বর্তমানে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৯৫.২০ শতাংশ। রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১১ হাজার ২২৭। এরমধ্যে বাড়িতে এবং প্রাতিষ্ঠানিক একান্ত পাশে চিকিৎসাধীন ৮ হাজার ৯৪২। বিগত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে লালারস পরীক্ষা করা হয়েছে ২৪ হাজার ১৩৯।

করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসকদের সাহায্য করার জন্য এমবিবিএস পড়ুয়া ও দন্ত চিকিৎসকদের নির্দেশ দিলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি. স.): দিল্লিতে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে করোনা মোকাবিলা করার জন্য চিকিৎসকদের সহায়তা করার লক্ষ্যে এমবিবিএস পড়ুয়া, দন্ত চিকিৎসকদের এগিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব দেখা দিয়েছে দিল্লিজুড়ে। সেই কারণে করোনা হাসপাতাল এবং আইসিইউতে চিকিৎসকদের সহায়তা করার জন্য চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের এমবিবিএস পড়ুয়াদের সহায়তা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লিতে সক্রিয় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪০ হাজার ২১২। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ২৬০। মৃত্যু হয়েছে ৮ হাজার ৩৯১। চিকিৎসকদের সাহায্য করার জন্য এমবিবিএস পড়ুয়া এবং দন্ত চিকিৎসকদের সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হবে।

ফের জনসভায় এনআরসি-কে হাতিয়ার করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : কেন এনআরসি লাগু হলে মানুষকে বাংলা ছেড়ে চলে যেতে হবে? সোমবার বাঁকুড়ার খাতড়া থেকে কেন্দ্রের সরকারকে এই প্রশ্ন করে তীব্র বাক্যবাণে বিঁধলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত মার্চ মাসে করোনার প্রকোপের আগে পর্যন্ত এনআরসি নিয়ে দেশের নানা জায়গায় উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এনিয়ে কেন্দ্রবিরোধী বিভিন্ন দলের মত সরব হয় তৃণমূলও। লকডাউন শুরুর পর থেকে এনআরসি-র বিতর্ক ধামাচাপা পড়ে। সোমবার প্রকাশ্য জনসভায় ফের প্রসঙ্গটি তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে একের পর এক মামলা নিয়েও ক্ষোভ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই সব মামলার পিছনে বাম-বিজেপির ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন।

এনআরসি থেকে শুরু করে অত্যাবশকীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য আইনের সংশোধন নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষকে বললেন, কেন্দ্র কীভাবে তাঁদের ভাতে মারার ব্যবস্থা করেছে। কেন অত্যাবশকীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য আইনের সংশোধন আইন লাগু হলে আর কয়েক মাস পরে মানুষকে না খেতে পেয়ে মরতে হবে।

আগামী বছর থেকে রাজ্য সরকার বিরসা মুন্ডার জন্মদিবসেও সরকারি ছুটির ঘোষণা করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে রাজ্যে ছুটি রয়েছে, নেতাজীর জন্মদিনে ছুটি রয়েছে, আম্বেদকরের জন্মদিনে রয়েছে, গুরু নানকের জন্মদিনে ছুটি হয়, ইদের ছুটি হয়, করণ পুজোর ছুটি হয়, দুর্গা পুজোয় ছুটি থাকে, এবার থেকে বিরসা মুন্ডার জন্মদিনেও রাজ্যে থাকবে সরকারি ছুটি।' মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা এদিন হাততালি দিয়ে ধামসা মাদল বাজিয়ে স্বাগত জানান আদিবাসী সমাজের মানুষেরা।

পরিচারিকা সমিতির মিছিল ২৬শের ধর্মঘটের সমর্থনে

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : সোমবার সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে পরিচারিকারা খড়গপুর শহরের পুরাতন বাজার থেকে ইন্দা পর্যন্ত মিছিল করে।

সমস্ত দুঃস্থ পরিবারকে প্রতি মাসে ৭৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার, প্রত্যেক গরীব মানুষদের জন্য প্রতি মাসে বিনামূল্যে মাথাপিছু ১০ কেজি রেশন দেওয়া সহ ৭ দফা দাবিতে এআইইউটিইউসি সহ ১০ টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও স্বতন্ত্র জাতীয় ফেডারেশনগুলির ডাকে ২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে তার সমর্থনে ছিল এই মিছিল। শেষে এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির জেলা সম্পাদিকা জয়শ্রী চক্রবর্তী এবং অপর্ণা প্রামানিক।

এর পর সমিতির খড়গপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে খড়গপুরের ইন্দাতে অবস্থিত ডি এল সি অফিসে নিম্নলিখিত দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ছয়ের পাতায় দেখুন

সোমবার নদাদিল্লিতে জি-২০ সামিটে যোগদান করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

সরকার জনজাতিদের আর্থিক মানোন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে : বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। তুলাশিখর ব্লকের পশ্চিম রাজনগর এডিসি ভিলেজের কলাবাগানে আজ তুলাশিখর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের উদ্বোধন করেন বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, তুলাশিখর এগ্রি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ভবেশ দেববর্মা, সি সি এফ অমিত শুক্লা, খোয়াই জেলা বন আধিকারিক সূর্য নারায়ণ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম রাজনগর এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান ঊষা রঞ্জন দেববর্মা। ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের উদ্বোধন করে বনমন্ত্রী বলেন, সরকার জনজাতিদের আর্থিক এবং সামাজিক মানোন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। এই এলাকার উন্নয়নে খুব শীঘ্রই জাইকা এবং ইন্দো-জার্মান প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। তাতে এলাকার জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে এবং উন্নয়নের কাজে জনগণকেও সামিল হতে হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, সি সি এফ অমিত শুক্লা, অনুষ্ঠানের সভাপতি ঊষা রঞ্জন দেববর্মা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন খোয়াই জেলা বন আধিকারিক সূর্য নারায়ণ।

ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে ঃ সিপিএম

আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার উদ্যোগ নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। সোমবার সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলির তরফ থেকে প্রচারিত এক প্রেস বিবৃতিতে এই মন্তব্য করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরায় আশ্রিত মিজোরামের রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে আজ চারদিন ধরে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমা সদরে দুটি সংস্থার ডাকে অনির্দিষ্ট বন্ধ চলছে। ১৭ নভেম্বর মহকুমায় কয়েকটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। লাগাতার বন্ধের ফলে অর্থনীতিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ায় জনদুর্ভোগ বাড়ছে।

এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বি জে পি পরিচালিত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার। আন্দোলনকারীদের সাথে সরকার কোন আলোচনার উদ্যোগই নেয়নি। ১৯৯৭ সালে মিজোরামের অভ্যন্তরে একটি হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা ও আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ায় ওই রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বেশ কয়েক হাজার রিয়াং উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ নারী-পুরুষ ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমায় চলে আসেন। ত্রিপুরার তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দেয়। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারকে ওই সময়কার কংগ্রেস দল পরিচালিত মিজোরাম সরকারের সাথে আলোচনা করে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে শরণার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবার ব্যবস্থা করার দাবি জানায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও মিজোরাম সরকার এ বিষয়ে কোন সদর্থক ও আন্তরিক উদ্যোগ নেয়নি। ১৯৯৯ সালে বি জে পি পরিচালিত কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার ক্ষমতাসীন হয়েও এ সমস্যার সমাধান করেনি। ২০০৪ সালে ফের কেন্দ্রে কংগ্রেস দল পরিচালিত ইউ পি এ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তারাও সমস্যাটি সমাধান না করে ঝুলিয়ে রাখে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে আবার এন ডি এ সরকার আসে। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এই দীর্ঘ সময় কেন্দ্রীয় সরকারগুলোকে চাপ দিয়ে এলেও কেন্দ্রীয় সরকার এবং মিজোরাম সরকার শরণার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেনি।

রাজ্যে ২০১৮ সালে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর কেন্দ্রের বি জে পি পরিচালিত সরকার ও তাদের রাজ্য সরকার রিয়াং উপজাতি শরণার্থীদের নিজ নিজ বাসস্থান এলাকায় ফিরে যাবার ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করেছে এবং একটি চারপক্ষীয় চুক্তি করে শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ধরনের চুক্তির আগে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের সাথে আলোচনার কোন সৌজন্যও দেখায়নি। সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বি জে পি পরিচালিত সরকার এবং বি জে পি'র সহযোগী মিজোরাম সরকারের এই ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ করেছে।

সি পি আই (এম) আগেই এ সম্পর্কে অবস্থান স্পষ্ট করেছে। সি পি আই (এম) সবসময় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ সমস্যাটি বিবেচনা করে এসেছে। রিয়াং উপজাতি শরণার্থীদের রাজ্যে পুনর্বাসন দিতে গিয়ে রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসীদের যাতে স্বার্থহানি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। খাস জমিতে এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে, যেখানে বন নেই সে সব স্থান পুনর্বাসনের জন্য চিহ্নিত করতে হবে। উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণসহ সুস্থভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয় সুবিধা লভ্য করতে হবে। জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

কাঞ্চনপুর মহকুমা সদরে আন্দোলনকারীদের সাথে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে দ্রুত আলোচনায় বসতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। জনজীবনে দুর্ভোগ বাড়ানোর অনির্দিষ্ট আন্দোলনকোনোভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। আন্দোলনকারীদেরও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাথে আলোচেনার মাধ্যমে মীমাংসায় এগিয়ে আসতে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে সি পি আই (এম) অনুরোধ করছে।

২৬ নভেম্বর ধর্মঘটের বিরোধীতা করল টি আর টি সি মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। আগামী ২৬ নভেম্বর সি আই টি ইউ সহ বিভিন্ন বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের তীব্র বিরোধিতা করে টি আর টি সি মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। সোমবার টি আর টি সি মোটর ওয়ার্কাস ইউনিয়নেরপ্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে টি আর টি সি মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি সমর রায় ধর্মঘটের প্রতিবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও জানান ২৬ নভেম্বর টি আর টি সি যানবাহন জনগণের স্বার্থে চালু রাখা হবে। পাশাপাশি ধর্মঘটের দিন রাজ্য সরকারের প্রতি যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয় টি আর টি সি মোটর ওয়ার্কাস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে।

অরুণ কান্তি ভৌমিকের স্মৃতি চারনা উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ নভেম্বর।। ত্রিপুরা সরকারের প্রয়াত এডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিকের অকাল প্রয়ানে উদয়পুর বার এসোসিয়েশন আজ দুপুরে এক শোক সভার আয়োজন করে উদয়পুর বার এসোসিয়েশনের অফিস কক্ষে। শোক সভার শুরুতে প্রয়াত রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিকের অকাল প্রয়ানে বার এসোসিয়েশনের সদস্য/সদস্যারা এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। পরবর্তীতে প্রয়াত এডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিকের স্মৃতি চারণায় অংশ গ্রহণ করেন উদয়পুর বার এসোসিয়েশনের সভাপতি এডভোকেট শেখর দেব ও বরিষ্ঠ এডভোকেট তথা পাবলিক প্রসিকিউটর যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস।

আজকের এই শোক সভায় প্রয়াত এডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিকের প্রয়ানে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয় উদয়পুর বার এসোসিয়েশন পক্ষ থেকে। শোক সভায় উদয়পুর বারের সদস্যদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ প্রয়াত : শোক প্রকাশ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.)।। অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আজ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শোক প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসও।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় বলেন, অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-র মৃত্যুতে ভীষণ দুঃখ পেয়েছি। তাঁর মৃত্যুতে অসম একজন বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ এবং দক্ষ প্রশাসক হারিয়েছে। তাঁর পরিবার এবং সমার্থক-দের সমবেদনা জানাচ্ছি।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতি তাপস দে বলেন, তরুণ গগৈ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তিনি শান্তি এবং প্রগতির প্রতীক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ব্যক্তিগত ভাবে একজন বন্ধু, পরামর্শদাতা এবং পথ প্রদর্শক-কে হারিয়েছে। তিনি বলেন, আজ কংগ্রেস-র অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। তবে, তাঁর দেখানো পথ আমাদের পাথেয় হবে,এ-কথা বলেন তাপস দে।

টিআইটিতে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। নরসিংগড়স্থিত টিআইটি কলেজে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের তালবাহানা ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এরই প্রতিবাদে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে সোমবার টিআইটি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশান প্রদান করা হয়। ডেপুটেশানের আগে কলেজে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান বেশ কিছু দিন ধরেই কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তালবাহানা শুরু করেছেন। এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ইতিবাচক কোনো সাড়া মিলেনি। সেই কারণেই বাধ্য হয়ে তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। অবিলম্বে পরীক্ষা সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জুড়ালো দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় ছাত্র স্বার্থে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক অভিজিৎ রাহার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৩ শে নভেম্বর।। ত্রিপুরা ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে প্রতিথযশা তরুণ চিত্রসাংবাদিক প্রয়াত অভিজিৎ রাহার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার, বিশেষ অথিতি ছিলেন প্রয়াত অভিজিৎ রাহার বড় ভাই অসীম রাহা ও সিনিয়র চিত্রসাংবাদিক বিকাশ ধর। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা ফটোজার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি রঞ্জন রায়। অনুষ্ঠানে প্রয়াত অভিজিৎ রাহার স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় পাশাপাশি স্তোত্র পাঠ করেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নারায়ণ চক্রবর্তী। সহকর্মীরা প্রয়াত অভিজিৎ রাহার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন ও তার স্মরণে প্রয়াত অভিজিৎ এর জীবনের বিভিন্ন উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সবাইকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ রাখেন ত্রিপুরা ফটোজার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের সম্পাদক রমাকান্ত দে। তার বক্তব্যে তিনি বলেন যে ত্রিপুরা ফোটো জোয়ার্নালিস্টস এসোসিয়েশন এবছর থেকে রাজ্যের একজন চিত্রসাংবাদিককে তার পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়াত অভিজিৎ রাহা স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হবে বলে সংগঠন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

মোহনপুর বাজারে দুটি দ্বিতল আধুনিক মার্কেট শেড তৈরি করা হবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। মোহনপুর বাজারের উন্নয়ন নিয়ে আজ এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর বাজার শেডে আয়োজিত এই পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, মোহনপুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, মোহনপুর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, মোহনপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রসূন দে, সমাজসেবী ধীরেন্দ্র দেবনাথ, নিতাই দে ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভায় আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাজারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে সবাইকেই সামিল হতে হবে। তবেই বাজার পরিচ্ছন্ন থাকবে। তিনি জানান, মোহনপুর বাজারে দুটি আধুনিক দ্বিতল মার্কেট শেড, সব্জি ব্যবসায়ীদের জন্য দুটি নতুন ওপেন মার্কেট শেড তৈরি করা হবে। পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, মহকুমা শাসক প্রসূন দে, বাজার কমিটির সম্পাদক দীপক ভ-াচার্য, বাজার কমিটির প্রাক্তন সভাপতি অ্যাডভোকেট অরবিন্দ দেব। পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর বাজার কমিটির সভাপতি অমলেন্দ দে।

বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আইপিএফটির প্রতিবাদ মিছিল দয়ারামপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ নভেম্বর।। জম্পুইজলা মহকুমার দয়ারাম পাড়ায় আইপিএফটি রিজিওনাল কমিটির এক প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করা হয়। মূলত পানিসাগরে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের আন্দোলনের ফলে নির্দোষ ফায়ার সার্ভিস কর্মী বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আইপিএফটির এই প্রতিবাদ মিছিল। ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।